জানুয়ারি ২০১৬, পৌষ-মাঘ ১৪২২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

নতুন দিগন্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং

২০০৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে ৪৭০০ থেকে ৮০ জন প্রার্থীকে ঋণখেলাপির ডিক্লারেশন দেয়া হয়।

মোঃ আব্দুল্লাহ্
প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার নিয়মিত আয়োজন স্মৃতিময় দিন। পরিক্রমার পাঠকদের কিছু সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবীণ কর্মকর্তাদের সান্নিধ্যে নেয়ার প্রয়াসেই এই নিয়মিত পরিবেশনা। তাঁদের প্রতিটি ভাবনা, পরামর্শ, অভিজ্ঞতা সবসময়ের জন্যই অমূল্য। তাঁদের ভাবনা, পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে এবারের স্মৃতিময় দিনের অতিথি সাবেক মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল্লাহ্। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো থেকে অবসরগ্রহণ করেন। প্রবীণ এই কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে ব্যাংকে তাঁর চাকরিজীবন ও অন্যান্য অভিজ্ঞতার কথা।

বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরিজীবনের শুরুর অভিজ্ঞতা আমাদের বলবেন কি ?

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব নিউট্রিশনে পরিসংখ্যান বিষয়ে লেকচারার পদে চাকরির সুযোগ পাই। একইসময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগে অ্যাসিস্টেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার পদেও চাকরির সুযোগ আসে। ঢাবির লেকচারার পদে সেসময় বেতন ছিল ৪৫০ টাকা। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন অফিসারের বেতন ৫৭৫ টাকা। সবদিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই এবং সদ্য স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে যোগদান করি।

'সদ্য স্বাধীন দেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন অফিসারের বেতন ছিল ৫৭৫ টাকা'- মোঃ আব্দুল্লাহ্

সেসময় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগে কি ধরনের কাজ হতো ?

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল পরিসংখ্যান বিভাগ তখনও করাচিতে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানেই ছিল। ১৯৭৩ সালে নতুন রিক্রুটমেন্টে আমিসহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তা পরিসংখ্যান বিভাগে যোগ দিই। এরপর করাচি থেকে কিছু বাঙালি কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংকে ফিরে আসেন। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত এবং ফিরে আসা কর্মকর্তাদের নিয়ে চালু হয় স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ। এসময় চারটি ডিভিশনে বিভক্ত হয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের কাজ করা হতো। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাইজেস্ট সেসময় সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতো। এছাড়াও এ বিভাগ থেকে কিছু মাসিক ও বার্ষিক প্রকাশনার কাজ হতো।

আপনি ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সিআইবি সম্পর্কে কিছু বলুন।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শে ১৯৮৮ সালে ব্যাংকিং কমিশনের রিকমেন্ডেশন অনুসারে ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর রিফর্মস প্রোগ্রামস্ (এফএসআরপি) এর অধীনে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো চালু হয়। সিআইবি থেকে একজন ঋণগ্রহীতার পাঁচটি ফরমে তথ্য নেয়া হতো। ডিসেম্বর ১৯৯২তে প্রথম সব সিডিউলড ব্যাংকের প্রতিটি শাখা থেকে এই ফরম সংগ্রহ করে কম্পিউটারের ডাটাবেইজে ইনফরমেশন রাখা হয়। সমস্ত ব্যাংককে সিআইবির পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেয়া হলো নতুন ঋণ অনুমোদন বা রিনিউয়্যালের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রতিটি ঋণগ্রহীতার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এর ফলে খেলাপিদের ঋণ পাওয়া বন্ধ হলো। ফলে সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে আশাতীত প্রফিট আসতে শুরু করলো।

চাকরিজীবনে বিশেষ কোনো স্মৃতি আছে যা আজও মনে পড়ে ?

অসংখ্য স্মৃতি রয়েছে। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে- ১৯৯৯ সালে ৫২টি নতুন ব্যাংক এবং ৭৭টি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অনুমোদনের জন্য সিআইবিতে পাঠানো হয়। কিন্তু সিআইবি রিপোর্ট এবং বিআরপিডির বাছাইশেষে সরকার ১৩টি ব্যাংক এবং ৩০টি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে অনুমোদন দেয়। এছাড়া ২০০৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে ৪৭০০ থেকে ৮০ জন প্রার্থীকে ঋণখেলাপির ডিক্লারেশন দেয়া হয়।

এবার আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতে চাই-

আমার চার মেয়ে। তিনজনই ডাক্তার। একজন বিবিএ সম্পন্ন করেছে।

অবসর সময় কিভাবে কাটে ?

আমি বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছি। আমার বাসা লালমাটিয়াতে। সেখানে মসজিদ মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে অর্থসম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। এছাড়া পান্থপথে আমার একটি বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে। এগুলোর দেখভাল করি।

নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন-

বিশ্ব অর্থনীতির আলোকে দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণে নতুন নতুন ব্যাংকিং সেবাসহ জাতীয় অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  ইন্দ্রাণী হক
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদের গণবক্তৃতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের আমন্ত্রণে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. কৌশিক বসু ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেমে এক গণবক্তৃতায় (পাবলিক লেকচার) অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পাবলিক লেকচারের বিষয় ছিল 'বিশ্ব অর্থনীতি, বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা'। এসময় মঞ্চে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পাবলিক লেকচারে অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশকে এশিয়ান টাইগার হিসেবে আখ্যায়িত করেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. কৌশিক বসু। তিনি বলেন, বাংলাদেশ খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে; যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের অনুসরণ করার মতো।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালের মধ্যে ৮ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগ ও সঞ্চয় বাড়ানোর পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ। তবে অবকাঠামোগত উন্নয়নে সবার আগে নজর দিতে হবে। একইসাথে ব্যবসায়িক নীতিতে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে। বহুজাতিক কোম্পানিকে আসার সুযোগ করে দিতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে যাতে দেশের স্বার্থ রক্ষা পায় সেদিকটিতেও নজর দেয়ার কথা বলেন তিনি।

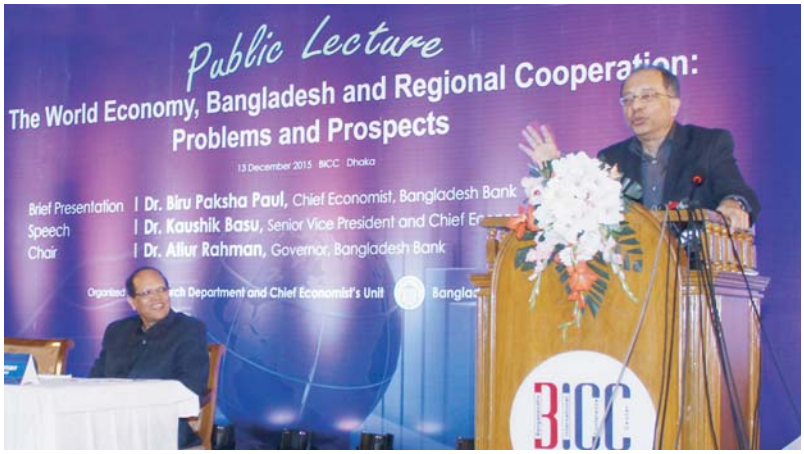

বক্তব্য রাখছেন বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. কৌশিক বসু

বিনিয়োগ বাড়ানোর গুরুত্ব বোঝাতে বামফ্রন্টশাসিত পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ টানেন বাঙালি এ অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, ভারতীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআইএম) ৩৩ বছর ক্ষমতায় ছিল। এ সময় তারা শ্রমিকদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছে। কিন্তু বিনিয়োগের বিষয়ে তারা উদার ছিল না। একে বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়নের জন্য কৌশল ঠিক করার পরামর্শ দিয়ে ড. কৌশিক বসু বলেন, এজন্য আপনাদের নিজস্ব নীতি ঠিক করতে হবে। সবাইকে বসে একটি ভালো উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। কেননা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে অপচয় ও দুর্নীতি অনেকাংশেই কমানো সম্ভব।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণ জনশক্তিকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের যুগে প্রবেশ করেছে। প্রচুর তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে এদেশের। এই তরুণদের ঠিকমতো শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান দিতে পারলে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

তিনি আরো বলেন, এখন বিশ্বায়নে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। বিশ্বায়নের ভালো বা মন্দ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, তবে আপনি পছন্দ করেন বা না করেন তার ওপর এটি নির্ভর করে না। বিশ্বায়নের সাথে আপনি জড়িয়ে গেছেন। তথ্য-প্রযুক্তি বিশ্বায়নকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। চীন, ভারতের মতো বাংলাদেশও বিশ্বায়ন থেকে সুবিধা পেয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে। ১৯৯২ সালে জিডিপির ৮ ভাগ রপ্তানি আয় হতো। এখন সেটি ২০ শতাংশে এসেছে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ব্যবস্থাপনা একটি আর্ট বলে মনে করেন ড. কৌশিক বসু। বর্তমানে বাংলাদেশের ২৭ বিলিয়ন ডলারের যে রিজার্ভ রয়েছে, তার ব্যবস্থাপনা খুবই কঠিন কাজ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে ১৯৯১ সালে অব্যবস্থাপনার জন্য ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের সংকটের বিষয়টি তুলে ধরেন ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে আসা এই অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, ওই সময় ভারতের নীতির কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ভারতীয়রা বৈধ পথে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেয়। ফলে ভারতের রিজার্ভ নেমে আসে মাত্র ১৩ দিনের আমদানি ব্যয় মেটানোর অবস্থায়। এজন্য বাংলাদেশের নীতি এখনই ঠিক করা জরুরি বলে মত দেন তিনি।

বাংলাদেশের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরতে এক্ষেত্রে ১৯৯২ সালের সঙ্গে ২০১৫ সালের তুলনা করেন তিনি। ড. কৌশিক বসু বলেন, আমি ১৯৯২ সালের কথা বলছি এজন্য যে, আমি ওই সময়ে বাংলাদেশে ছিলাম। ওই সময় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় যা ছিল সেটি এখন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, বেড়েছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা। ১৯৯২ সালে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) হার ছিল জিডিপির দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, যা আসলে উল্লেখ করার মতো কিছু না। বর্তমানে এফডিআই জিডিপির প্রায় ১ শতাংশ, বেড়েছে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের হারও। ১৯৯২ সালে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ১৭ শতাংশ, যা এখন ২৭ শতাংশ। সঞ্চয়ও একইভাবে বেড়েছে। এসময় আবারও বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের হার বাড়িয়ে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে নিতে পারলে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ অর্জিত হবে বলে মনে করেন তিনি। সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি হয়েছে তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুসরণ করার মতো বলে মনে করেন বিশ্বব্যাংকের এই ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে দারিদ্র্য কমেছে দ্রুত হারে। এছাড়া আয়ু বেড়েছে, শিশু মৃত্যুহার কমেছে। এসব বিষয়ে ভারতের চেয়েও ভালো করেছে বাংলাদেশ। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের গড় আয়ু ছিল ৬১ বছর, এখন সেটি বেড়ে ৭১ বছর হয়েছে। ওই সময়ে শিশু মৃত্যুহার ছিল হাজারে ৯২ জন। আর ভারতের ছিল ৮২ জন। এখন বাংলাদেশে সেটি কমে ৩১ জনে নেমেছে। আর ভারতে তা নেমেছে ৩৮ জনে।

গণবক্তৃতা শেষে জ্বালানি নিরাপত্তা, উদ্যোক্তা তৈরি, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ড. কৌশিক বসু।

পাবলিক লেকচারে সমাপনী বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বিজয়ের মাস ডিসেম্বরকে স্মরণ করে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এসময় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রসঙ্গে গভর্নর বলেন, আমরা আমাদের বড় এ রিজার্ভ নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নই। এটি নিয়ে ভবিষ্যতে কী কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে আমরা ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের আমন্ত্রণে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কৌশিক বসু সাড়া দেয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান গভর্নর।

গণবক্তৃতায় স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল। এসময় তিনি বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কৌশিক বসু প্রসঙ্গে বলেন, এর আগে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের আমন্ত্রণে তিনি সর্বশেষ বাংলাদেশে এসেছিলেন। ড. কৌশিক বসু ১৯৫২ সালের ৯ জানুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও দিল্লির সেন্ট স্টিফেন কলেজে পড়াশোনা করেন। এরপর নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের তত্ত্বাবধানে লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১২ সালের ১ অক্টোবর তিনি বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবে দায়িত্ব নেন। এর আগে তিনি ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ড. কৌশিক বসু ভারত সরকারের পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হন।

ম্যাক্রোইকোনোমিক স্ট্যাবিলিটি বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইউএনডেসা (UNDESA) এর যৌথ আয়োজনে 'সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' শীর্ষক একটি কর্মশালা ১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও উদ্বোধনী ভাষণ দেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. কৌশিক বসু। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, ইউএনডেসার গ্লোবাল ইকোনোমিক মনিটরিং ইউনিটের প্রধান ড. হামিদ রশীদ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক কর্মশালার প্রধান সমন্বয়ক ড. বিরূপাক্ষ পাল এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম।

উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. কৌশিক বসু বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি সুন্দরভাবে এগোচ্ছে। আমি বাংলাদেশের অগ্রগতি বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয়ে খুবই আশাবাদী। আগামীতে যেক'টি দেশকে দ্রুত প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে দেখা যাবে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে থাকবে। এজন্য বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কও নতুনভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে এখন কাজ করছে, যেটি বাংলাদেশ আগে থেকেই শুরু করেছে। তবে উন্নয়নের সামগ্রিক দায়িত্ব সরকার নিতে পারে না। এজন্য এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে সরকার যে কাজটি করতে চায় সেটি বেসরকারি খাত করতে পারে। এজন্য সে অনুযায়ী নীতি প্রণয়নও করতে হবে। সেই নীতি হতে হবে দেশের প্রতি দরদ ও পেশাদারিত্বের সংমিশ্রণে, যাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি থাকে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দিয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. কৌশিক বসু বলেন, পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে পারলে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, আমরা এখন বিশ্বে এক অনন্য অর্থনীতির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। যেখানে সমান তালেই সামগ্রিক অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। আশা করছি, কম সময়ের মধ্যেই সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক সব অর্থনীতিতেই বাংলাদেশ নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায়ে চলে আসবে। আমাদের ইনক্লুসিভ ইকোনোমি যেভাবে সারাবিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে এটা তারই প্রমাণ বহন করে।

ইউএনডেসার গ্লোবাল ইকোনোমিক মনিটরিং ইউনিটের প্রধান ড. হামিদ রশীদ বলেন, সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা শুধু মূল্য স্থিতিশীলতা নয়। আর্থিক খাত ও মুদ্রা খাতে স্থিতিশীলতা থাকতে হবে। বর্তমানে পুরো বিশ্বেই সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা নেই। খাদ্যমূল্য অস্থিতিশীল এবং মূলধন স্থানান্তরিত হচ্ছে। প্রকৃত খাতের সাথে আর্থিক খাতের বিচ্ছিন্নতা দেখা যাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় জোর দিতে হবে।

এরপর কর্মশালার শুরুতে প্রথম দিনের প্রথম সেশনে 'পলিসিস ফর ম্যাক্রোইকোনোমিক স্ট্যাবিলিটি অ্যান্ড ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট : হাউ দ্য থিঙ্কিং হ্যাজ চেইঞ্জড ওভার দ্য ইয়ারস' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ ও ইনডিপেনডেন্ট স্কলার ড. ভিটো তানজি। এ সেশনে 'সাউথ এশিয়ান ইকোনোমি : প্রোগ্রেস, পলিসিস অ্যান্ড প্রসপেক্টস' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর ও করাচির ইন্সটিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিন ও ডিরেক্টর ড. ইশরাত হুসাইন। এতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

প্রথম দিনের দ্বিতীয় সেশনে আইএলও জেনেভা অফিসের এমপ্লয়মেন্ট পলিসি ডিপার্টমেন্ট বিভাগের এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড লেবার মার্কেট পলিসিস ব্রাঞ্চের প্রধান ড. আইয়ানাতুল ইসলামের 'ম্যাক্রোইকোনোমিক পলিসি, গ্রোথ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট : এন আইএলও পার্সপেকটিভ' শীর্ষক প্রবন্ধটি তাঁর পক্ষে উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটের উপমহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম। এসময় 'ফিন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট লিবারালাইজেশন অ্যান্ড ম্যাক্রো স্ট্যাবিলিটি : লেসনস ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউএনডেসার ডেভেলপমেন্ট পলিসি অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ডিভিশনের গ্লোবাল ইকোনোমিক মনিটরিং ইউনিটের প্রধান ড. হামিদ রশীদ। এসময় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. বরকত-ই-খুদা।

বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. কৌশিক বসু কর্মশালায় অংশ নেন

প্রথম দিনের তৃতীয় ও শেষ সেশনে 'ব্রেইন স্টর্মিং অন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইন রিসার্চ : পার্টিসিপেশন ফ্রম সেন্ট্রাল ব্যাংক রিসার্চাস' শীর্ষক একটি সেশন পরিচালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউএনডেসার ডেভেলপমেন্ট পলিসি অ্যান্ড এনালাইসিস ডিভিশনের গ্লোবাল ইকোনোমিক মনিটরিং ইউনিটের প্রধান ড. হামিদ রশীদ।

উল্লেখ্য, প্রথম দিনের কর্মশালা শেষে বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কৌশিক বসু ও আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথির সম্মানে রাতে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে 'জিওগ্রাফিক্যাল প্রক্সিমিটি অ্যান্ড ন্যাশনাল কালচার এজ ডিটারমিনেন্টস অব ব্যাংক ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ডের ফিন্যান্স বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক ড. শামস পাঠান। এ সেশনে 'ক্যাপিটাল রেগুলেশন অ্যান্ড ব্যাংক রিস্ক : আর ইসলামিক অ্যান্ড কনভেনশনাল ব্যাংক ডিফারেন্ট ?' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ডের ফিন্যান্স বিভাগের প্রভাষক ড. মামিজা হক। এসময় সভাপতিত্ব করেন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর ও করাচির ইন্সটিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিসট্রেশনের ডিন ও ডিরেক্টর ড. ইশরাত হুসাইন।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশনে 'ফিসক্যাল পলিসি ইস্যুজ ইন ডেভেলপিং ইকোনোমিক্স' শীর্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ ও ইনডিপেনডেন্ট স্কলার ড. ভিটো তানজি। এছাড়াও 'মেকিং মনিটরি পলিসি ইন ডেভেলপিং ইকোনোমিক্স : ইন্টারন্যাশনাল পার্টিসিপ্যান্টস উইল শেয়ার দেয়ার এক্সপেরিয়েন্সেস' শীর্ষক একটি সেশন পরিচালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী।

এছাড়াও কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে দুই দিনে আলোচিত প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এফআইসিএসডির উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ জুলকার নায়েন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। এসময় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা, সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ফয়সাল আহমেদ এবং ইউএনডেসার ডেভেলপমেন্ট পলিসি অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ডিভিশনের গ্লোবাল ইকোনোমিক মনিটরিং ইউনিটের প্রধান ড. হামিদ রশীদ। এসময় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ও কর্মশালার প্রধান সমন্বয়ক ড. বিরূপাক্ষ পাল সফলভাবে আন্তর্জাতিক এ কর্মশালাটি সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ড. কৌশিক বসুর পাবলিক লেকচার, আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ এবং মিট দ্য প্রেসসহ সংশ্লিষ্ট কাজের আয়োজক ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ ও চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট।

এক্সিকিউটিভ রিট্রিট অনুষ্ঠানে গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও অন্যান্য কর্মকর্তা

অষ্টম এক্সিকিউটিভ রিট্রিট অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের অষ্টম এক্সিকিউটিভ রিট্রিট ১১-১২ ডিসেম্বর ২০১৫ হবিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পর্যায় থেকে গভর্নর পর্যন্ত সব ঊর্ধ্বতন নির্বাহী অংশগ্রহণ করেন। দুই দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের মূল উপপাদ্য ছিল নবপ্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৫-১৯ এর সফল বাস্তবায়নের জন্য অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম বাংলাদেশ ব্যাংকের সব কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত সর্বোত্তম নীতি-পদ্ধতির আলোকে নীতিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশের সব আর্থিক সূচকের ক্রমোন্নতি হচ্ছে এবং ব্যাংকিং খাত আগের চেয়ে আরো স্থিতিশীল হয়েছে উল্লেখ করে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান বলেন, বাংলাদেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর থেকেও ভালো অগ্রগতি করেছে। দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে যেসব কাজের সুচিন্তিত রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নে অ্যাকশন প্ল্যানগুলো যেন যথার্থ ও ফলপ্রসূ হয়, সে ব্যাপারে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে লক্ষ্যভেদী সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় সবাইকে যথাযথ ভূমিকা রাখার উপর তাগিদ দেন তিনি। জনসাধারণের আস্থা অর্জনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাফল্য মূল্যায়নের প্রধানতম উপায় বিবেচনায় পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরো জোরালো এবং জনসম্পৃক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্জিত সাফল্য তুলে ধরেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাণ্ড আরো প্রযুক্তিনির্ভর ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনের জন্য নির্বাহীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ্। এছাড়া আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক ড. বিনায়ক সেন 'ইকোনোমিক গ্রোথ অ্যান্ড সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ইন বাংলাদেশ' বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

বিমা কোম্পানির মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন

বিমা সেক্টরের সকল বিমা কোম্পানির প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে একটি সম্মেলন ৪-৫ ডিসেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ও বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রধান আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ কুদ্দুস খান ও বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেটের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন ২০১৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এ সেক্টরের অর্থপূর্ণ ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন রকম দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধের মাধ্যমে কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জোর দেন। বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ মোবারক হোসেন ঘুষ, দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে সরকারি-বেসরকারি সকল সেক্টরের সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেন। বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ কুদ্দুস খান বিমা শিল্পে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক ঝুঁকি রোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য বিমা উন্নয়ন

ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান বক্তব্য রাখছেন

ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে আইনি ও প্রশাসনিকভাবে শক্তিশালী করার উপর জোর দেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি দেবপ্রসাদ দেবনাথ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত একটি জ্ঞানভিত্তিক মানবিক সমাজ গঠনে সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

দুই দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও বিমা শিল্পে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থ যোগান প্রতিরোধ বিষয়ক বিশ্লেষণধর্মী দুইটি পেপার উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের উপপরিচালক মোঃ মাসুদ রানা এবং বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন। এছাড়াও দ্বিতীয় দিনে বিমা সেক্টরে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধ সংক্রান্ত পরিপালন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলুশনের বাস্তবায়ন এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধ পরিপালন সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়ে আরো তিনটি পেপার উপস্থাপন করেন বিভিন্ন বিমা কোম্পানির প্রতিনিধিবর্গ।

গ্রিন অর্থায়ন বিষয়ক রিজিওনাল ফোরাম অনুষ্ঠিত

গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরের সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী দেশি-বিদেশি কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ ও সাসটেইনেবল ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে এশিয়া প্যাসিফিক রুরাল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট অ্যাসোসিয়েশন (APRACA) এর সহায়তায় ২৯ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর ২০১৫ ঢাকার একটি স্থানীয় হোটেলে 'Regional Dissemination Forum on Green Financing for Sustainable Development and Accessibility of Rural Communities' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি এবং মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালাটিতে স্বাগত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও আপরাকা চেয়ারম্যান সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী। এছাড়া, আশা, পিকেএসএফ, এমআরএ, ব্র্যাকের নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় গভর্নর তাঁর বক্তৃতায় বলেন, পরিবেশগত টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা ও অংশীদারদের (যেমন- এনজিও, সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডার) সাথে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থায়ন অগ্রযাত্রায় দ্রুততর দারিদ্র্য বিমোচন, সুযোগের অসমতা হ্রাস, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়কে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আর্থিক সেবায় কৃষি ও পল্লি এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের সুযোগ প্রদানও আমাদের নীতি ও কর্মসূচিতে গুরুত্ব পেয়েছে।

ডেপুটি গভর্নর তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে টেকসই নীতিমালা, বিধিবিধান প্রণয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত গ্রিন পুনঃঅর্থায়ন প্রচলন, গ্রিন অর্থায়নে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, পরিবেশগত নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রিন ব্যাংকিং নীতিমালা ও বিধিবিধানের প্রসারে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, টেকসই পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় অত্যন্ত জরুরি।

উক্ত ফোরামে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী 'Update, Programs, Strategies and Best Practices of Green Financing for Appropriate Application and Utilization for Countryside Development from the Central Bank Perspective' শীর্ষক একটি Country paper উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় গ্রিন অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্যোগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উক্ত উদ্যোগসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন, গ্রিন অর্থায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে গ্রিন অর্থায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত গ্রিন কার্যক্রমসমূহ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলেন যা সদস্য দেশগুলোর প্রশংসা অর্জন করে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংক পৃথিবীর সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রিন অর্থায়ন সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করে যা পৃথিবীর সব দেশ কর্তৃক প্রশংসিত এবং অনুসৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে আয়োজিত কর্মশালাটিতে বিভিন্ন দেশের নয়জন বক্তা গ্রিন অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত কর্মসূচিতে ভূটান, কম্বোডিয়া, নেপাল ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন প্রতিনিধি গ্রিন অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং কর্মসূচির শেষ দিন ব্র্যাকের সহায়তায় বাংলাদেশের গ্রিন ফিন্যান্স প্রজেক্ট পরিদর্শন করা হয়।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা ফোরামে উপস্থাপিত সকল প্রবন্ধের একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় আপরাকা সদস্য দেশ- ভূটান, কম্বোডিয়া, ভারত, মায়ানমার, নেপাল এবং থাইল্যান্ডের ২১ জন প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, আপরাকা (APRACA) সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থায়নের উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ২১টি দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য গ্রামীণ অর্থায়ন ও কৃষি ঋণ সংস্থা মিলে বর্তমানে এ সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ৭৪টি। বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও আশা, পিকেএসএফ, এমআরএ, ব্র্যাক, বিকেবি এ সংগঠনের সদস্য।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সুপারভিশনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সুপারভিশন সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে ২৬ অক্টোবর ২০১৫ ভারতের মুম্বাইয়ে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (RBI) সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার পক্ষে নির্বাহী পরিচালক মীনা হেমচন্দ্র স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশে ভারতীয় মালিকানাধীন স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং ভারতে বাংলাদেশি মালিকানাধীন দুটি ব্যাংক-এবি ব্যাংক লিঃ এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ কার্যরত থাকায় উক্ত Cross Border ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ সুষ্ঠু তদারকি ও সুপারভিশনের লক্ষ্যে এবং Home and Host Supervisorদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, ব্যাসেল অ্যাকোর্ড ও ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন (বিসিবিএস) এর সুপারিশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সুপারভিশনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রথম এ ধরনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকার ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনে সভাপতি পদে মোঃ নাসির উদ্দিন-২ এবং সহসভাপতি পদে মোঃ আব্দুস সবুর ও মোঃ আবুল বয়ান জয়লাভ করেন।

সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খন্দকার এবং যুগ্মসম্পাদক পদে মোঃ নূর হোসেন ও বিনা পারভীন নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতুল রায় সাংগঠিক সম্পাদক পদে এবং মোঃ এনামুল হক-১ কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। প্রচার সম্পাদক পদে মোঃ আনিসুজ্জামান ভূঁইয়া ও আহাম্মদ হোসেন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে এবং দপ্তর সম্পাদক পদে আ স ম আরিফ চৌধুরী নির্বাচিত হন। রেবেকা সুলতানা, আশরাফুল ইসলাম, মহিউদ্দিন এবং মেহেদি হাসান কার্যকরী সদস্য পদে নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয় চত্বরে ৪৫তম বিজয় দিবসে গভর্নর ড. আতিউর রহমান নবনির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করেন। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ সকালে তিনি ব্যাংক চত্বরে শহীদদের স্মরণে সাদা স্তম্ভের মাঝে লাল রক্তস্নাত ঝর্ণাধারার প্রবাহ শীর্ষক স্মৃতিস্তম্ভটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, নাজনীন সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজের পরামর্শক ইঞ্জিনিয়ার হাসান মোঃ ইউনুসসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ড. আতিউর রহমান বলেন, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে আমাদের একযোগে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশকে রাজনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর গরিবহিতৈষী উন্নয়ন কৌশলকে বাস্তবে রূপায়ণে ব্যাংকিং খাতকে সঙ্গে নিয়ে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

নবনির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ

তিনি আরো বলেন, ভাষা আন্দোলনের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র গড়ে উঠে অসংখ্য শহীদ মিনার। ভাষা শহীদ ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে একটি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রয়োজন ছিল। কেননা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় অর্জন বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধকে বাঙালির আনন্দ ও বেদনার এক সংমিশ্রিত ইতিহাস উল্লেখ করে ড. আতিউর রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ একদিকে যেমন ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ও বীরত্বপূর্ণ, অন্যদিকে করুণ, শোকাবহ ও লোমহর্ষক।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন

এছাড়াও গভর্নর বলেন, মাত্র নয়মাসের ব্যবধানে বিজয় ছিনিয়ে এনে এ দেশের বীর জনতা বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দেয় ঐক্য ও ত্যাগ থাকলে বুলেট আর কামান দিয়ে কোনো জাতিকে দমিয়ে রাখা যায় না। সে সময়ে পূর্ববাংলার সব মানুষই কোনো না কোনোভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সে স্মৃতি মুছে ফেলা কঠিন। মুছে ফেলাটা সঙ্গতও নয়। কেননা, ওই ঘটনার ভেতরে আমাদের অতীতের তো অবশ্যই, বর্তমানেরও ব্যাখ্যা আছে। আর সেসব ইতিহাসকে স্মরণে রাখতে এ শহীদ বেদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন গভর্নর।

উল্লেখ্য, এখন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ২১ ফেব্রুয়ারি ও ১৬ ডিসেম্বরসহ জাতীয় দিবসগুলোতে এখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন।

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কার্যক্রম বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৯ নভেম্বর ২০১৫ গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কার্যক্রমের উপর ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) এর বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৪-২০১৫ এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী, অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিবিএল) এর চেয়ারম্যান আলী রেজা ইফতেখার এবং কনজুমারস্ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর প্রেসিডেন্ট গোলাম রহমান। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং সুবিধাভোগী ও অভিযোগকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তব্যে ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য এবং সাধারণ গ্রাহককে হয়রানির কবল থেকে রক্ষার জন্য ব্যাংকগুলোকে সচেষ্ট থাকার তাগিদ দেন। এ জন্য সকল ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন এলাকায় গ্রাহক সমাবেশের মাধ্যমে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের পরামর্শ দেন। এছাড়া, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রাহকদের নিকট ব্যাংকের পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত পরিদর্শনসূচি ও CAMELS Ratings এ অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুবিধাভোগীদের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ দাখিল করে যেভাবে উপকার পেয়েছেন সে সম্পর্কে তাদের অভিমত, অভিজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা ও সুষ্ঠুভাবে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপকে তারা সাধুবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে এফআইসিএসডির মহাব্যবস্থাপক এ. কে. এম আমজাদ হোসেন বিভাগের সার্বিক অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মামুনুল হক বিভাগের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কার্যাবলীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য, উপাত্ত সম্বলিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিভাগটি টেলিফোনে ১,৩৮৮টি এবং লিখিতভাবে ২,৫৪২টি অভিযোগ গ্রহণ করেছে এবং সবগুলো অভিযোগই নিষ্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের হার ছিল সবচেয়ে বেশি যা মোট প্রাপ্ত অভিযোগের ৫৫.৯৮%। এরপর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ২৮.১৩%, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে ৫.৮৬%, বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে ৩.৮২% এবং তফসিলি ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ৫.৮২%। অভিযোগের সংখ্যার দিক থেকে উল্লিখিত সময়ে সবচেয়ে বেশি লিখিত অভিযোগ গৃহীত হয়েছে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের বিরুদ্ধে (২৫৬টি)। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের মধ্যে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ও জনতা ব্যাংক লিমিটেডের বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৯টি, ১৪০টি ও ১০৬টি। লিখিত অভিযোগের সংখ্যা বিবেচনায় বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ অভিযোগ ছিল ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের বিরুদ্ধে (১৭৫টি)। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের বিরুদ্ধে সর্বাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে (৭৯টি)।

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ১-৫ নভেম্বর ২০১৫ মেয়াদে জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডয়েচ বুন্দেজ ব্যাংক এবং জার্মানির ফিন্যান্সিয়াল সুপারভিশন অথরিটি বাফিনের সহায়তায় 'Banking Supervision' বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

১-২ নভেম্বর ২০১৫ জার্মানির ফিন্যান্সিয়াল সুপারভিশন অথরিটি বাফিনের সিনিয়র অ্যাডভাইজার ড. জোহানস্ অ্যাঙ্গেলস এবং ৩-৫ নভেম্বর ২০১৫ জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডয়েচ বুন্দেজ ব্যাংকের ব্যাংকিং সুপারভিশন বিশেষজ্ঞ ড. মার্টিন ফনজেন এবং জন ফ্রেগলার সেশন পরিচালনা করেন। পাঁচ দিনব্যাপী এ কর্মশালায় একাডেমির মহাব্যবস্থাপক মোঃ আশরাফুল আলম প্রশিক্ষণটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে এম জামশেদুজ্জামান প্রশিক্ষণটির সমাপনী অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে একাডেমির মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

একাডেমির প্রিন্সিপাল এবং বিদেশি রির্সোস পারসনসহ অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের উপপরিচালক হতে উপমহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের ২৭ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে সম্প্রতি ২০১৫ এর দ্বিতীয় ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় টেবিল টেনিস (একক ও দ্বৈত), কেরাম (একক ও দ্বৈত), দাবা, লুডু, ব্রিজ ইত্যাদির আয়োজন করা হয় (পৃথকভাবে পুরুষ ও মহিলা)। ৫ নভেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে এম জামশেদুজ্জামান এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিবিটিএর বিভিন্ন উইংয়ের মহাব্যবস্থাপক, অনুষদ সদস্য এবং বিবিটিএ'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমচারী উপস্থিত ছিলেন।

একাডেমির প্রিন্সিপাল, মহাব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তা

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৬ নভেম্বর ২০১৫ ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও, এইচ, এম, সাফীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ হুমায়ূন কবীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতিত্ব করেন মসজিদ কমিটির সহসভাপতি-১ মোঃ শহিদুল ইসলাম।

চট্টগ্রাম অফিস

সিআইবি রুলস্ বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের প্রশিক্ষণ কক্ষে চট্টগ্রাম অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য ২৯-৩০ নভেম্বর ২০১৫ CIB Business Rules & Online Systems শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত ও চট্টগ্রাম অফিসের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় চট্টগ্রাম অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের মোট ৭৮ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জোদ্দার। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি) মোহাম্মদ মতিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম। এছাড়া, কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর যুগ্মপরিচালক মোঃ আশিকুর রহমান

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম

এবং উপপরিচালক এম, এস, আই কামরুল হাসান। কর্মশালার সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উপপরিচালক (আইসিটি) মোঃ রেজাউল করিম এবং চট্টগ্রাম অফিসের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা কমিটি।

ব্যাংকিং মেলা বাংলাদেশ ২০১৫

Banking Fair Bangladesh 2015

To Build a Banking Nation

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে বাংলা একাডেমি চত্বরে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো পাঁচ দিনব্যাপী ব্যাংকিং মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দ্বারা টেকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যরত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি রোল মডেল প্রতিষ্ঠা করাই মূলত এই ব্যাংকিং মেলার উদ্দেশ্য ছিল। দেশে কর্মরত ৫৬টি ব্যাংকের সবগুলো এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করার প্রত্যয়ে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ মেলাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে। এই মেলার মাধ্যমে ব্যাংকাররা গ্রাহকদের সাথে এবং নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় ও চিন্তা ভাবনা আদান প্রদানের সুযোগ পায়। একই ছাদের নিচে দেশের সকল ব্যাংক সম্পর্কিত তথ্য লাভের সুযোগ পাওয়ায় সাধারণ জনগণের ব্যাংকিং মেলা সম্পর্কে আগ্রহ ছিল দেখার মতো। বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে তারা নানা প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের জিজ্ঞাসার জবাব পান এবং বিদ্যমান স্কিমগুলো সম্পর্কে তাদের মতামত ও পরামর্শ দেন। পাঁচ দিনব্যাপী এ মেলায় ব্যাংকার গ্রাহকের মিথস্ক্রিয়া ছাড়াও ছিল ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইন, বির্তক প্রতিযোগিতা, সেমিনার, উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলেও এ মেলার সাফল্য ঈর্ষণীয় বলে ব্যাংকিং খাতের সাথে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

ব্যাংকিং পণ্য ও সেবা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, জাতীয় পর্যায়ে ব্যাংকিং খাতের পণ্য ও সেবাসমূহের প্রসারের লক্ষ্যে ২৪-২৮ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের মতো 'ব্যাংকিং মেলা বাংলাদেশ ২০১৫' এর আয়োজন করে। বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত 'ব্যাংকিং মেলা বাংলাদেশ ২০১৫' এর অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। 'বিতর্ক পথ দেখাক অর্থনৈতিক অগ্রগতির' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বিতর্ক প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়।

এই আয়োজনে তিনটি সরকারি ও দুইটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আলোচিত বিষয়গুলো ছিল বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়াবলী। প্রথম রাউন্ড, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল এই তিনটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয় এ প্রতিযোগিতা। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, প্রাক্তন তার্কিক ও বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ বিচারক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

গভর্নর প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন

প্রথম রাউন্ডে চারটি দল অংশগ্রহণ করে। চারটি দলের প্রথম রাউন্ডের প্রথম পর্বে বিতর্কের বিষয় ছিল- 'শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতেই সুদের হারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত'। বিষয়টির পক্ষে ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-অমর একুশে এবং বিপক্ষে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। এই রাউন্ডে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-অমর একুশে জয়ী হয়। প্রথম রাউন্ডের দ্বিতীয় পর্বে 'অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার স্বার্থেই পুঁজির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন' বিষয়টির উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পক্ষে অংশ নেয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিপক্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-সংশপ্তক এবং বিজয়ী দল নির্বাচিত হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-সংশপ্তক। প্রথম রাউন্ড তৃতীয় পর্বের বিষয় ছিল- 'খেলাপি সংস্কৃতিই ব্যাংকিং খাতে উচ্চ সুদের প্রধান কারণ'। পক্ষে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বিজ্ঞান অনুষদ এবং বিপক্ষে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বাণিজ্য অনুষদ। এ পর্বের বিজয়ী দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বাণিজ্য অনুষদ। প্রথম রাউন্ড চতুর্থ পর্বের বিতর্কের বিষয় ছিল- 'অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ব্যাংকিং খাত অপেক্ষা পুঁজিবাজার বেশি গুরুত্বপূর্ণ'। পক্ষে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-অর্থনীতি বিভাগ ও বিপক্ষে অংশ নেয় নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজয়ী দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-অর্থনীতি বিভাগ। সেমিফাইনালের প্রথম পর্বের বিষয় ছিল- 'পর্যাপ্ত উদারিকরণের অভাবেই বৈদেশিক বিনিয়োগ আশানুরূপ বাড়ছে না'। পক্ষে অংশ নেয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়- অমর একুশে ও বিপক্ষে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বাণিজ্য অনুষদ এবং বিজয়ী হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বাণিজ্য অনুষদ। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় পর্বের বিতর্কের বিষয় ছিল 'উচ্চ সুদের দেশীয় ঋণের পরিবর্তে স্বল্প সুদের বৈদেশিক ঋণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে'। প্রতিযোগিতায় পক্ষে অংশ নেয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-সংশপ্তক ও বিপক্ষে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-অর্থনীতি বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-অর্থনীতি বিভাগ জয় লাভ করে। ফাইনাল রাউন্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বাণিজ্য অনুষদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-অর্থনীতি বিভাগের অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই বাংলাদেশ ব্যাংকের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত' বিষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল রাউন্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-অর্থনীতি বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। গভর্নর ড. আতিউর রহমান বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ডের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

সেমিনার

সেমিনারে গবেষণামূলক পেপার উপস্থাপন করছেন একজন কর্মকর্তা

জাতীয় পর্যায়ে প্রচলিত ব্যাংকিং পণ্য ও সেবা সম্পর্কে প্রচার, প্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৃহত্তর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত-করণ তথা ব্যাংকিং পণ্য ও সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ২৪-২৮ নভেম্বর ২০১৫ বাংলা একাডেমি চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় 'ব্যাংকিং মেলা বাংলাদেশ ২০১৫'।

অনুষ্ঠিত ব্যাংকিং মেলার প্রথম চারদিন অর্থাৎ ২৪-২৭ নভেম্বর ২০১৫ বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান মিলনায়তনে বিকেল ৩টা হতে ৫টা পর্যন্ত আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সমসাময়িক ব্যাংকিং ও আর্থিক বিষয় নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে গবেষণামূলক পেপার উপস্থাপন করা হয়। চারদিনের ব্যাংক মেলার সেমিনারে একজন মডারেটর ও তিনজন আলোচকের উপস্থিতিতে প্রতিদিন একক বা দলগতভাবে সাতটি করে মোট ২৮টি পেপার উপস্থাপিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ, চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট, গভর্নর সচিবালয়, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট হতে ২০১৫ সালে প্রকাশিত ২৮টি পেপার উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও তফসিলি ব্যাংক ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক লক্ষ্য ও অবস্থান বিষয়ে প্রতিদিন অংশগ্রহণকারী ও শ্রোতাদের মধ্যে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে দশটি বিষয়ের উপর গবেষণাপত্র আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে একটি নির্বাচক কমিটির তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট বিষয় সংশ্লিষ্ট মোট ২৮টি পেপার সেমিনার সেশনে উপস্থাপনের জন্যে নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও উক্ত সেমিনারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড রেমিট্যান্স, এসএমই ও ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বিষয়ে একটি পেপার উপস্থাপন করে। চারদিনের এ ব্যাংকমেলায় উপস্থাপিত পেপারসমূহের বিষয়ে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ পেপার উপস্থাপনকারীকে (একক/গ্রুপ) গঠনমূলক নির্দেশনা প্রদান করেন।

সর্বোপরি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ব্যাংকিং মেলা বাংলাদেশ ২০১৫ এর সেমিনার সেশনগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে এরকম আন্তঃব্যাংক সেমিনার আয়োজন করার বিষয়ে আলোচক ও উপস্থাপক সকলেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে ব্যাংকিং মেলায় বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে মুখোমুখি প্রশ্নোত্তর পর্ব। অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে গ্রাহকের বিভিন্ন অভিযোগ ও প্রশ্ন করার জন্য আহ্বান করা হয়। সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ১২ ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী ও বিদেশি দুই ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে গভর্নর ড. আতিউর রহমান দর্শক সারিতে বসে গ্রাহকদের অভিযোগ শোনেন। পরে সমাপনী বক্তব্যে কিছু অভিযোগের জবাবও দেন তিনি। ব্যাংকারদের মধ্যে যারা সরাসরি গ্রাহকের অভিযোগ ও প্রশ্নের উত্তর দেন, তারা হলেন রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আবদুল হামিদ, জনতা ব্যাংকের এমডি আবদুস সালাম, সোনালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক দিদার মোঃ আবদুর রব, বেসরকারি এবি ব্যাংক লিমিটেডের এমডি শামীম আহমেদ চৌধুরী, দি সিটি ব্যাংকের এমডি সোহেল আর কে হোসেন, এনসিসি ব্যাংকের এমডি গোলাম হাফিজ আহমেদ, প্রিমিয়ার ব্যাংকের এমডি খন্দকার ফজলে রশীদ, ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি সেলিম আর এফ হোসেন, এক্সিম ব্যাংকের এমডি হায়দার আলী মিয়া, এইচএসবিসি ব্যাংকের রিটেইল ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান সাব্বির আহমেদ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট বিভাগের প্রধান এনামুল হক। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। আরো বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশন্স অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সভাপতি ও বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংকের নির্বাহী আলী রেজা ইফতেখার, মেঘনা ব্যাংকের এমডি মোহাম্মদ নুরুল আমিন, আইএ-ফআইসি ব্যাংকের শাহ আলম সারওয়ার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা, আমানতের সুদ হার, নিয়োগ পদ্ধতি, ব্যাংকের বিভিন্ন সেবা, জাল-জালিয়াতি, ব্যাংকারদের কর্ম ঘণ্টা বিষয়ে গ্রাহকরা প্রশ্ন করেন। অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন একজন ব্যাংক নির্বাহী

অনুষ্ঠানে কিছু কিছু অভিযোগের তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়া হয়। নির্বাহীদের পক্ষ থেকে কিছু অভিযোগ খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইন

ব্যাংকিং মেলা বাংলাদেশ-২০১৫ এর আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্যক ধারণা দেয়া। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিদিনই মেলা চত্বরে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পেইনটি ছিল মূলত গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে কোমলমতি স্কুল শিক্ষার্থীদের একটি শঙ্কামুক্ত সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানোর কর্মশালা। আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক আয়োজনের মাধ্যমে কিভাবে তারা তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পারে তার প্রচেষ্টা হিসেবে এই ক্যাম্পেইনটি পরিচালিত হয়।

বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে মেলার পাঁচদিন আর্থিক শিক্ষা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমকে সামনে রেখে ছিল ব্যতিক্রমধর্মী ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন। প্রতিদিন সকাল ১০ থেকে ১ টা পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় নির্ধারিত বিষয়ে ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ নভেম্বর ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে ১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ ও ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রোগ্রামে ২২৩ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোর অংশগ্রহণ করে। ২৫ নভেম্বর এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের আয়োজনে 'বাংলাদেশ স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ খাতের উন্নয়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ২৫০ জন উদ্যোক্তা অংশ নেয়। ২৬-২৭ নভেম্বর ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে ২২৭ জন কর্মজীবী শিশুদের নিয়ে 'ব্যাংকিং মেলা বাংলাদেশ-২০১৫' তে কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। সাসটেইনেবল ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ও কৃষিঋণ বিভাগের আয়োজনে ২৮ নভেম্বর ২৫০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী ও সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

একটি ব্যাংকিং জাতি গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ব্যাংকিং মেলা বাংলাদেশ-২০১৫ এর ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইনের এ অনুষ্ঠানগুলোর প্রতিটিতে ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা ও উপস্থাপনা, উপকারভোগীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক আয়োজন। উপকারভোগীদের মধ্যে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে কোমলমতি স্কুল শিক্ষার্থী পর্যন্ত বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মজীবী শিশুদের হৃদয় বিদারক অতীতের কথা এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের কষ্টপূর্ণ জীবনকে

ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে একজন উপকারভোগীর হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন গভর্নর

আবার কিভাবে তারা ভালোবাসতে শিখেছে, কিভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে গল্প ছিল সকল দর্শনার্থীর জন্য অনুপ্রেরণার।

সঞ্চয়ের টাকা রাখি ব্যাংকে, থাকবে নিরাপদে বাড়বে অঙ্কে, স্কুল থেকেই ব্যাংকের সাথে যুক্ত, আমার ভবিষ্যৎ শঙ্কামুক্ত এই শ্লোগানে ৬ থেকে ১৮ বছরের শিক্ষার্থীদের মাঝে সঞ্চয়ের প্রবণতা তৈরি এবং এর মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ রাখার জন্য করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন আয়োজন ছিল। শিক্ষার্থীরা কিভাবে তাদের স্কুলের টিফিনের টাকা, সেলামি বা অন্যান্য উপহারের টাকা স্কুল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে জমা করছে তা ছিল উপস্থিত অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে এভারেস্ট বিজয়ী এম এ মুহিত হাজির হয়েছিলেন তার শিক্ষামূলক উপস্থাপনা নিয়ে যেখানে তিনি তুলে ধরেন তার দুঃসাহসী ও শ্বাসরুদ্ধকর এভারেস্ট বিজয়ের অভিযান যা থেকে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে কিভাবে শত প্রতিকূলতার মাঝেও লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

এসএমই, কৃষক এবং নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্টধারী সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগণের সঞ্চয়ের মাধ্যমে জীবন পাল্টে দেয়ার কাহিনী সবার মধ্যেই মুগ্ধতা ছড়িয়েছে। এসএমই উদ্যোক্তা এবং নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্টধারীদের উৎসাহিত করতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। তিনি এসএমই উদ্যোক্তা এবং নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম এবং আর্থিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। স্কুল শিক্ষার্থী, কর্মজীবী পথশিশু-কিশোর, সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগীসহ অন্যান্য ভাতাভোগীরা এসকল আর্থিক শিক্ষামূলক আয়োজন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে/এলাকায় পৌঁছে যারা মেলায় আসতে পারেনি তাদের মাঝে তা ছড়িয়ে দিবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। পথশিশুদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন সেভ দ্যা চিলড্রেন এর উপপরিচালক শামশুল আলম।

পরিশেষে বলা যেতে পারে একটি ব্যাংকিং জাতি গড়ার প্রত্যয়ে ব্যাংকিং মেলা-২০১৫ এর সাফল্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ বিজয় দিবসে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান ভবনের আলোকসজ্জা। উল্লেখ্য, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের সহকারী পরিচালক ইসাবা ফারহীনের ডিজাইনে এই আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়

বিশেষ নিবন্ধ

নতুন দিগন্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং

এস. কে. সুর চৌধুরী

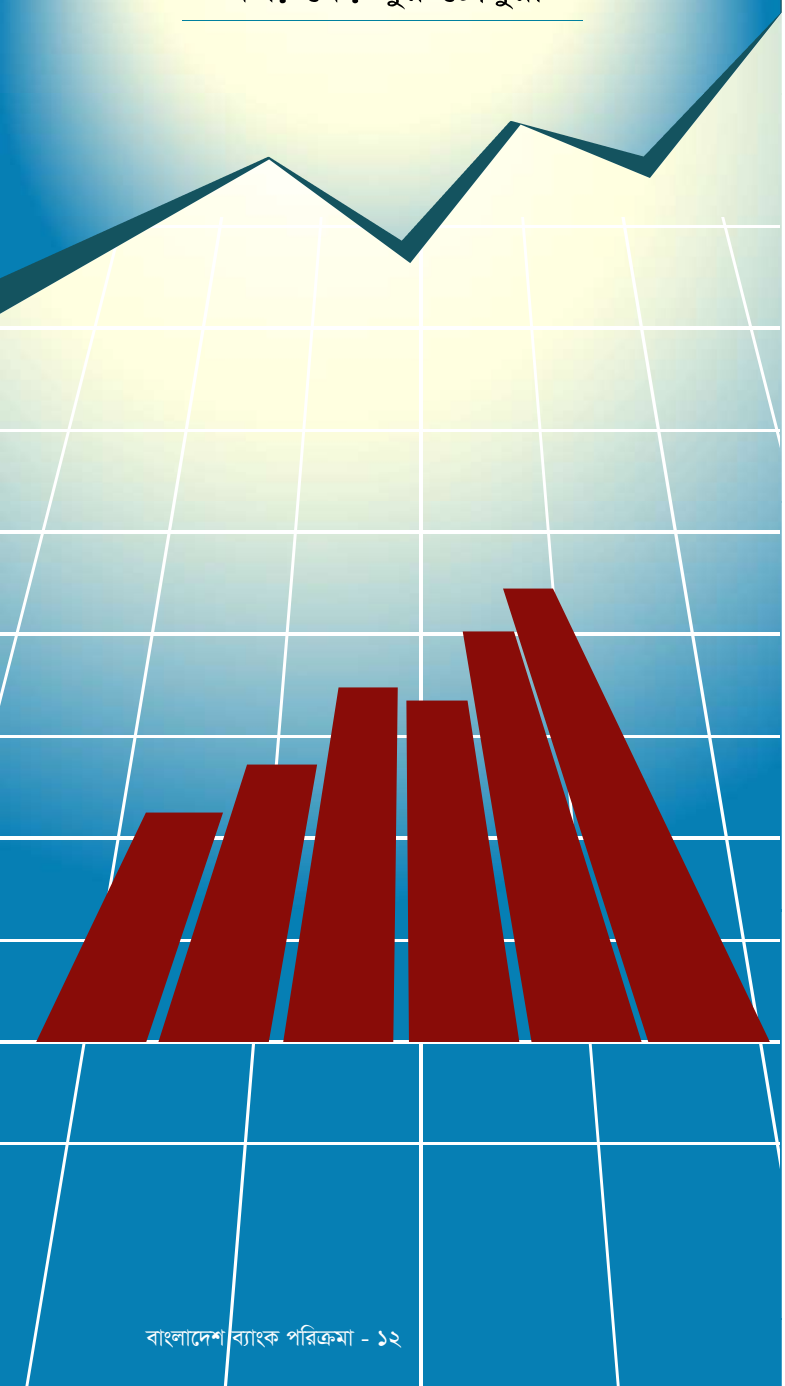

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) প্রধান হিসেবে একটানা উনিশ বছর দায়িত্ব পালনের পর ২০০৬ সালের ৩১ জানুয়ারিতে অবসর গ্রহণের সময় অ্যালান গ্রিনস্প্যান সম্ভবত ভাবতেও পারেননি, পরের দশ বছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এতটাই বদলে যাবে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যপরিধির সংজ্ঞাই পাল্টে যেতে শুরু করবে। আগের তিন দশকে গড়ে ওঠা বৈশ্বিক পুঁজিবাদের ভিত নাড়িয়ে দেয়া বর্তমানের সহস্রাব্দের সবচেয়ে মারাত্মক Global Financial Turmoil যে বিশ্ব অর্থনীতির দর্শন, চর্চা ও ভাবনাকে নতুনভাবে পর্যালোচনা করতে বাধ্য করেছে ! উঠে আসে Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Basel III Reforms, Quantitative Easing এর মতো সংস্কার কর্মসূচিগুলো। এই Basel III এর কথাই ধরা যাক না ! যেখানে Basel I এর পর Basel II আসে প্রায় ১৮ বছর (১৯৮৮-২০০৬) পর, সেখানে Basel II হতে Basel III এর সময়ের ব্যবধান মাত্র চার বছর (২০০৬-২০১০)। সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, Basel I ও Basel II এর পার্থক্য যেখানে কাঠামোগত (Structural), সেখানে Basel II ও Basel III এর পার্থক্য হলো দর্শনগত (Philosophical)। Basel I ও Basel II তে সামষ্টিক অর্থনীতির cyclicality কে বিবেচনায় নেয়া হয়নি আর Basel III তে Countercyclical Capital Buffer এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে, Basel I ও Basel II ছিল মূলধনমুখী, অন্যদিকে Basel III তে মূলধনের পাশাপাশি তারল্যকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়াকে নিরুৎসাহিত করার জন্য ঝুঁকিভারিত সম্পদের বিপরীতে মূলধন নির্ধারণের পাশাপাশি ঝুঁকি অভারিত সম্পদের বিপরীতে মূলধনের পরিমাণ পর্যালোচনা করার জন্য Leverage Ratio চালু করা হয়েছে। মূলধন মিশ্রণের (Capital Mix) ক্ষেত্রেও Hybrid Instrument এর উপর নির্ভরতা কমিয়ে Common Equity এর পরিমাণ বাড়াতে বলা হয়েছে Basel III তে। এসব কিছুই হয়েছে ২০০৭ এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হওয়া Sub-prime Mortgage Crisis এর ফলে সৃষ্ট Global Financial Turmoil ও Eurozone debt crisis কারণে। কিন্তু তাতেও খুব আশাবাদী হতে পারছেন না বৈশ্বিক নীতিনির্ধারকরা। এ সময় মুদ্রানীতি ও ঋণপ্রবাহ ব্যবস্থাপনায় ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ও ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ Quantitative Easing এর প্রচলন ঘটালেও ইউরোপিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিন্তু এ পদ্ধতির প্রয়োগ নিষিদ্ধ করেছে। তাই এ ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোন নীতি পদ্ধতি প্রয়োগে মোকাবেলা করা যাবে তা নির্ধারণে আজও আত্মবিশ্বাসী নয় বৈশ্বিক নীতি নির্ধারকরা। প্রথাগত স্বল্পমেয়াদি ব্যবসায় চক্রমুখী (Conventional short term business cycle focused) মুদ্রা ও আর্থিক নীতি প্রয়াস বিশ্বজুড়েই দীর্ঘমেয়াদি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আর্থিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

এরই মধ্যে ঘটে গেছে এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল অর্থায়নের সাহসী, বৈপ্লবিক ও অগ্রগামী প্রয়াসগুলোর মাধ্যমে একটি উন্নয়নশীল দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে যারা ইতিপূর্বে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শেই আসেনি। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ; স্বল্পমূল্য, সহজলভ্য ও উদ্ভাবনীমূলক আর্থিক পণ্য ও সেবার প্রচলন এবং প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা প্রদান পথ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থায়ন ও আর্থিক সেবায় প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। এ সুযোগ একদিকে যেমন দেশটির জনগণের সকল শ্রেণিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করেছে অন্যদিকে ঘটিয়েছে তাদের জীবনমানের অভূতপূর্ব উন্নতি। যা দেশটির সামাজিক কাঠামোর স্থিতিশীলতাকে করেছে মজবুত।

সেই দেশটির নাম বাংলাদেশ, যার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও দূরদর্শী ভঙ্গিতে গত অর্ধদশকেরও বেশি সময় ধরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সর্বব্যাপী টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রচারণামূলক উদ্যোগের

মাধ্যমে একদিকে সকল পর্যায়ের সত্তভোগীদের (Stakeholders) মধ্যে সচেতনতা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়েছে অন্যদিকে নীতি সহায়তা ও অর্থায়ন প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে পুরো কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টেকসই অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের সকল উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্য থাকে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশের সুরক্ষা। দেশজুড়ে ও দেশের বাইরে রোডশো, উন্মুক্ত ঋণদান কর্মসূচি, দেশব্যাপী কনফারেন্স ও কর্মশালা আয়োজন, তৃণমূল পর্যায়ে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, প্রেস ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসংযোগ, বিষয়ভিত্তিক সহজবোধ্য বই ও প্রকাশনার অবাধ সরবরাহের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রচারণাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক নতুন উচ্চতায়। ফলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সকল পর্যায়ের জনগণের সম্পৃক্ততা হয়েছে অনন্য মাত্রায়। ব্যাংকে প্রবেশে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির জনগণের মানসিক সঙ্কোচ দূর করা হয়েছে চিরতরে। বাংলাদেশে ব্যাংক এখন আর শুধুই পুঁজিপতিদের জন্য নয়, ব্যাংক এখন সবার সেবায় নিয়োজিত সত্যিকার অর্থে। এক্ষেত্রে একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত অর্ধদশকেরও বেশি সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীগণ দেশের প্রতিটি কোণায় গিয়েছেন জনগণের আর্থিক সেবার চাহিদা উপলব্ধি করার জন্য যার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে কার্যকর নীতি নির্ধারণে।

এ সময়ের সকল মুদ্রানীতি প্রস্তুত করা হয়েছে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে সর্বাধিকার দিয়ে। ফলে আর্থিক খাতের ঋণপ্রবাহের অগ্রাধিকার তালিকায় ছিল কৃষিঋণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অর্থায়ন এবং পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন। কারণ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের ২০% এর বেশি অবদান কৃষির এবং প্রায় ২৯% অবদান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের। তাছাড়া, জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের কোনো বিকল্প নেই। আর প্রবৃদ্ধির পথকে (Growth path) টেকসই করার জন্য এটাই সর্বোত্তম পথ। মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে অর্থনীতির তিনটি উপখাত-কৃষি, শিল্প ও সেবার ঋণপ্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে যার যার চাহিদা অনুপাতে। একদিকে ব্যাংকগুলোকে বার্ষিক ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে কৃষিঋণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অর্থায়ন ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের জন্য, অন্যদিকে অনুৎপাদনশীল ও বিলাসী খাতে ঋণপ্রবাহকে সীমিত করা হয়েছে। বর্গাচাষিদের জন্য ঋণসুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে কৃষিঋণে ভর্তুকি। অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে নারী ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের। ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে সহায়তা প্রদানের জন্য গত ছয় বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল ও দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তায় ১৫০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সৃষ্টি করেছে। ফলে উৎপাদন খরচ কমেছে, কমেছে পণ্যের মূল্য। দ্রব্যমূল্য থেকেছে স্থিতিশীল এবং মুদ্রাস্ফীতি কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে।

শুধুমাত্র ঋণপ্রবাহকে ত্বরান্বিত করে ঋণ বুদবুদ (Credit bubble) সৃষ্টির বদলে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংক আমানত ও সঞ্চয় সেবার ক্ষেত্রে এনেছে নতুন দিগন্ত। প্রান্তিক ও শ্রমজীবী জনগণ, স্কুলগামী ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য বিনা খরচে মাত্র ১০ টাকা প্রাথমিক জমায় সঞ্চয় হিসাব খোলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ব্যাংকগুলোকে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের এক বিশাল ভিত্তি তৈরি হয়েছে ব্যাংকিং খাতে যা ব্যাংকগুলোর আমানত সংগ্রহে এনেছে বহুমুখিতা। এসব আমানত একদিকে ব্যাংকের তহবিল ও তারল্য ব্যবস্থাপনাকে করেছে শক্তিশালী, অন্যদিকে আমানতের বিশালত্বের কারণে ব্যাংকের সামগ্রিক তহবিল ব্যয় কমেছে।

ব্যাংকিং সেবাকে জনগণের জন্য সহজলভ্য ও ব্যয়সাশ্রয়ী করার জন্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বহুমুখী বৈচিত্র্য এনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রতি একটি শহর শাখার বিপরীতে অন্তত একটি পল্লি শাখা স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ব্যাংকগুলোর জন্য। অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্টের মতো উদ্যোগসমূহ ব্যাংকিংকে করেছে সময় ও ব্যয়সাশ্রয়ী বহুগুণে। গত ছয় বছরে ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এটিএম ও স্মার্টকার্ড ভিত্তিক লেনদেনের প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। আর সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

সম্প্রতি বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত ব্যাংকিং মেলায় বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী

সাধিত হয়েছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। ২০১১ সালের শেষভাগে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা জারির পর থেকে এখন পর্যন্ত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা ২৫ মিলিয়ন এবং প্রতিদিন এর আওতায় প্রায় ৩.৫০ বিলিয়ন টাকার লেনদেন হয়। বর্তমানে ঢাকার ৭৬% রিকশাচালক ও ৮০% এর বেশি গার্মেন্টস শ্রমিক তাদের পরিবারের কাছে কষ্টের উপার্জন প্রেরণের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নীতি নির্ধারণের কার্যকারিতার জন্য অ্যালায়েন্স ফর ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বাংলাদেশ ব্যাংককে পলিসি অ্যাওয়ার্ড-২০১৪ এ ভূষিত করে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সালে এজেন্ট ব্যাংকিং চালুর জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে যা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

তাছাড়াও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেই সাথে অনিবাসী বাংলাদেশিদের উপার্জন স্বদেশে প্রেরণ ও বিনিয়োগের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বাইরে থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ বেড়েছে বহুগুণে যার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রতিনিয়তই নতুন উচ্চতায় উঠছে যার ফলে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে এসেছে স্থিতিশীল উদ্বৃত্ত। আর তাই প্রতিবছর সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে ব্যাংকের মূল কৌশলগত কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক মুনাফাকে সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে যা আয় বৈষম্য কমিয়ে আনায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে এবং অভিনবত্বের আরেক নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন নিজেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখছে।

আর এ সকল কার্যক্রমকে সফল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে কাস্টমার ইন্টারেস্ট প্রটেকশন সেন্টার যার মাধ্যমে সরাসরি

ব্যাংকের কাস্টমারদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয় এবং দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি আর্থিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য স্বতন্ত্র ওয়েব পোর্টাল প্রস্তুত, প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইটে আর্থিক খাতের সকল তথ্য ও প্রকাশনার হালনাগাদ সংরক্ষণসহ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিয়মিত আঞ্চলিক কনফারেন্স আয়োজন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য আর্থিক শিক্ষার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের ভোক্তার ক্ষমতায়ন।

উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ঘরানার এ সকল উদ্যোগ দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশজ চাহিদা সৃষ্টি করেছে ব্যাপকভাবে। ফলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় রপ্তানি সুযোগ সংকুচিত হলেও দেশীয় উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হননি এতটুকু। উপরন্তু নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে যারা স্ব-কর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কৃষিভিত্তিক উদ্যোগসমূহ, মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের আউটলেট স্থাপন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক প্রসার হাউসহোল্ড পর্যায়ে প্রতি বছর হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে চলেছে। ফলে প্রতি বছরে ৬% এর বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে বাংলাদেশ। কারণ, আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা আনয়নে ও টেকসই আর্থিক খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ব্যাসেল-২ এর আলোকে মূলধন কাঠামোর পূর্ণ বাস্তবায়ন, ঝুঁকিভিত্তিক স্ট্রেস টেস্টিংয়ের প্রচলন, তারল্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকারিতা ও গতিশীলতা আনয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ, ঋণ শ্রেণিকরণ ও পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালার আধুনিকীকরণ ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ, আইনি (ব্যাংক কোম্পানি আইন) সংস্কারের মাধ্যমে কর্পোরেট গভর্নেন্স নীতিমালা জোরদারকরণের মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখানেই থেমে নেই বাংলাদেশ ব্যাংক। সামগ্রিক আর্থিক খাতের আর্থিক প্রক্ষেপণ কাঠামো (Financial Projection Model) প্রস্তুত, ম্যাক্রো স্ট্রেস টেস্টিংয়ের প্রচলন, বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং কাঠামো প্রস্তুত, কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্টের গাইডলাইন্সগুলোর পরিমার্জন, ইন্টিগ্রেটেড ও অটোমেটেড সুপারভিশনের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ, সর্বোপরি ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্সের ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করার কার্যক্রম চলছে দ্রুতগতিতে। এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার মান আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

এ সবেরই প্রতিফলন ঘটছে সামগ্রিক আর্থিক স্থিতিশীলতায় যা পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। বাংলাদেশ ব্যাংককে নিয়ে সরকার যেমন অনেক আত্মবিশ্বাসী, বিশ্বের অনেক দেশের কাছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের 'বাংলাদেশ মডেল' এখন আগ্রহের বিষয়বস্তু। ২০১৫ সালে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রীয় ব্যাংক গভর্নর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সময় যুক্তরাজ্যের দু'টি বিখ্যাত অর্থনৈতিক সাময়িকী দ্য ব্যাংকার ও ইমার্জিং মার্কেট মন্তব্য করেছে- 'পরিবেশবান্ধব খাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত এবং কৃষি খাতে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে অপ্রথাগত ভঙ্গিতে মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাপনার নীতি গ্রহণ করেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল দায়িত্ব পালনে সফল হয়েছেন ড. আতিউর রহমান। গভর্নর হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি নেমে এসেছে উল্লেখযোগ্য হারে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে কয়েক গুণ, জিডিপির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি রয়েছে অব্যাহত, কর্মসংস্থানের হার বেড়েছে।'

এত কিছুর মধ্যেও নতুন কিছু করার, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নীতি নির্ধারণের স্পৃহা কিন্তু থাকছেই। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উদ্বৃত্তকে ব্যবহার করে রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল ও লেদার খাতের পরিবেশবান্ধব রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ৩৬৬তম সভায় অনুমোদিত হয়ে গেল ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের 'Green Transformation Fund'। বিনিয়োগ ব্যাংকিং (Investment Banking) খাতকে সহায়তা প্রদানের জন্য 'Alternative Investment Fund', 'Special Purpose Vehicle' বিষয়ে নীতি জারি করা হয়েছে সম্প্রতি। এই Innovation চলবেই। কারণ, এর মধ্যেই বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য হালনাগাদ করা হয়েছে- নির্ধারণ করা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জিতব্য

২৮ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি সনদ প্রদান করছেন ডেপুটি গভর্নর

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অর্থায়নে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে আর্থিক খাতের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ, এবার অভ্যন্তরীণ সম্পদ দ্বারা উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে যা টেকসই অর্থায়ন ছাড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, সম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত United Nations Conference on Climate Change-COP21এ বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ ও পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য ১৯৬টি দেশের স্বাক্ষরিত Paris Agreement বাস্তবায়নে বাংলাদেশের কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকবে অগ্রগামী।

তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন আর তার প্রথাগত কর্মপরিধিতে আটকে থাকছে না। ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের প্রয়োজনে, ছড়িয়ে পড়ছে উন্নয়নের প্রয়োজনে। এ প্রক্রিয়া অর্থকে বাষ্পীভূত করে না, অর্থের বুদবুদ সৃষ্টি করে না, অর্থকে কেন্দ্রীভূত করে না, বরং অর্থকে প্রান্তিক মানুষের কাছে উৎপাদনমুখী কাজে পৌঁছে দেয়। ফলে, আর্থিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হচ্ছে, নিশ্চিত হচ্ছে টেকসই ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আর এ ধরনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং কার্যক্রমের সবচেয়ে ফলপ্রসূ দিক হচ্ছে নারী ও তৃণমূল জনগণের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যা সামাজিক কাঠামো হতে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করছে, মুছে ফেলছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি। তাই ভবিষ্যতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের জন্য প্রত্যেককে তৈরি হতে হবে জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্যম ও সৃজনশীলতায়। সমাজকে জানতে হবে, মানুষকে জানতে হবে আর অর্থনীতি ও অর্থায়নের মৌলিক জ্ঞানের শক্তিশালী ভিত্তিতো লাগবেই। তাহলেই আমরা হতে পারবো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর অন্যতম। সেটাই হোক আমাদের স্বপ্ন, সেটাই আমাদের লক্ষ্য, সেটাই হোক আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা !

■ *লেখক : ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক*

খুলনা অফিস

এসএমই ও কৃষি ঋণ বিষয়ে টাস্কফোর্স সভা

ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কৃষি ঋণ বিতরণে তফসিলি ব্যাংকগুলোকে আরো নজরদারিতে আনার লক্ষ্যে ৭ ডিসেম্বর,২০১৫ খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় এসএমই ও কৃষি ঋণ বিষয়ে প্রথম একক টাস্কফোর্স সভা। এতে সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন।

সভায় নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন এবং অন্য অতিথিবর্গ

এসএমই ও কৃষি খাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অগ্রাধিকার গুরুত্ব বিবেচনায় প্রধান কার্যালয়ের এক নির্দেশের আলোকে শাখা অফিসে এবারই প্রথম এসএমই ও কৃষি ঋণ বিষয়ে একক টাস্কফোর্স সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে খেলাপি ঋণ আদায়ে গঠিত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সাথে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একত্রে এ ধরনের সভা অনুষ্ঠান হতো। উল্লেখ্য, ২০১৬ সাল থেকে প্রতি দুমাস অন্তর এসএমই বিষয়ক আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

মতবিনিময় সভা

অবৈধ হুণ্ডি তৎপরতা, বিদেশে অর্থ পাচার এবং মানিলন্ডারিং তৎপরতা প্রতিরোধ ও দমন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে গঠিত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্তের আলোকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ খুলনা অফিসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভা। সভায় সিসিআই-এন্ডই, কাস্টমস, এডি ব্যাংক শাখা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায় ৫০ জন কর্মকর্তা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর, বিদ্যমান বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম। মতবিনিময় সভাটির সভাপতিত্ব করেন বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক নির্মল কুমার সরকার। এছাড়া ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার মজুমদার, বেনাপোল কাস্টম হাউজের যুগ্মকমিশনার মুস্তাফিজুর রহমান, মংলা কাস্টম হাউজের যুগ্মকমিশনার মোহাম্মদ এনামুল হক প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এসএমই ক্লাস্টার ও আর্থিক সেবাভুক্তির সম্ভাবনা

সম্প্রতি মাগুরা জেলার মুহাম্মদপুর উপজেলাধীন আড়মাঝি, মণ্ডলগাতী, বনগ্রাম, ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে মাছ ধরার ঘুনি তৈরির একটি ক্লাস্টারের সন্ধান পাওয়া গেছে। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের কর্মকর্তারা ক্লাস্টারটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। সূত্রমতে উল্লিখিত চারটি গ্রামের ৪০০-৪৫০টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৫০ পরিবারেরই মূল পেশা এই মাছ ধরার ঘুনি তৈরি করা। প্রাথমিক কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ স্থানীয়ভাবেই সংগৃহীত হয়, তবে প্রয়োজনীয় মূলধনের জন্য তাদের মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এই ক্লাস্টারে ব্যাংকগুলো অর্থায়নে এগিয়ে এলে গ্রামগুলোর নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবার আর্থিক সেবাভুক্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

ক্লাস্টার পরিদর্শনে খুলনা অফিসের প্রতিনিধির সঙ্গে অন্যান্য ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ

রাজশাহী অফিস

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) কর্তৃক আয়োজিত 'Financial Analysis for Bankers' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি ১-৫ নভেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বিআইবিএমের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ সোহেল মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া প্রধান অতিথি এবং মহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে নির্বাহী পরিচালক) শেখ আব্দুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক হতে ৫৮ জন কর্মকর্তা এ কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

গ্রিন ব্যাংকিং

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

গ্রিন ব্যাংকিং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে ইতোমধ্যেই পৃথিবীজুড়ে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে।

গ্রিন ব্যাংকিং বা সবুজ ব্যাংকিং হলো এমন এক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা যা সামাজিক, বাস্তুতান্ত্রিক ও পরিবেশগত উপাদানসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত সাপেক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত। জলবায়ু পরিবর্তন বিধি ২০০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্য সরকারের ২০১০ সালের ঘোষণা এবং তৎপরবর্তী ২০১২ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুমোদন সাপেক্ষে পৃথিবীর প্রথম গ্রিন ব্যাংকিং শুরু করে ইউকে গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক।

মূল ব্যাংকিং ধারার কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই ব্যাংকিং পরিধিতে পরিবেশবান্ধব নীতিসমূহের বাস্তবায়ন ও কার্বনের পদচিহ্ন মুছে ফেলার মাধ্যমে একটি ব্যাংক গ্রিন ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম একটি ব্যাংককে সমাজে নৈতিক ব্যাংক, দায়িত্ববান ব্যাংক ও রক্ষক ব্যাংক হিসেবে পরিচিত করে তোলে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে তথা বিশ্বকে সবুজ রাখতে একটি ব্যাংক যেসব কাজের মাধ্যমে গ্রিন ব্যাংকিং পরিচালনা করতে পারে তার মধ্যে রয়েছে- (১) পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ ঃ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প, বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প বা এ জাতীয় পুনঃব্যবহার্য শক্তি উৎপাদন প্রকল্পসমূহ, বায়োফার্টিলাইজার উৎপাদন প্রকল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিনিয়োগকৃত প্রকল্পে ক্ষতিকারক কার্বনের উৎপাদন শতভাগ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কোনো প্রকল্পের কোনো অংশই যেন পরিবেশ ও জলবায়ুর জন্য হুমকির কারণ না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের মধ্যে পড়ে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব প্রকল্পসমূহ কৃষিঋণ প্রদানে কৃষকদের বন্যা, খরা ও লবণ সহিষ্ণু জাতের ফসল উৎপাদনে আগ্রহী করে তোলাও সবুজ বিনিয়োগ সেবার অন্তর্ভুক্ত। (২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে বিনিয়োগ ঃ যেসব কল-কারখানা তাদের উৎপাদিত পণ্যের সাথে পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক বর্জ্য তথা রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে এবং নদী, খাল-বিল অর্থাৎ পানি এবং বাতাসকে দূষিত করে, এমন ক্ষতিকারক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে (ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বা ইটিপি, ইট উৎপাদনে হাইব্রিড হফম্যান কিন প্রকল্প) বিনিয়োগ বৃদ্ধি; (৩) বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে প্রকল্পের জলবায়ুগত ঝুঁকি নিরূপণ ঃ কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার পূর্বেই সেই প্রকল্পটি পরিবেশ ও জলবায়ুর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এমন কোনো উপাদানের উপস্থিতি আছে কিনা বা থাকলেও তার মাত্রা নিরূপণ ও সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। জলবায়ু ঝুঁকি কমাতে সবুজ গৃহায়ন ঋণ, সবুজ গাড়ি ঋণসহ নতুন নতুন বিনিয়োগ সেবাপণ্য প্রচলন করা যেতে পারে; (৪) গ্রাহক সেবায় বিকল্প বিনিময় মাধ্যম চালু করা ঃ প্রচলিত বিকল্প বিনিময় মাধ্যম যেমন- কিয়স্ক, এটিএম কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিং, অন-লাইন ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এসএমএস ব্যাংকিং, এফ ব্যাংকিং বা ফেসবুক ব্যাংকিং বা সামাজিক নেটওয়ার্কিং ব্যবহারনির্ভর ব্যাংকিং কার্যক্রম ইত্যাদি সেবা গ্রিন

> *বাংলাদেশে গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিআরপিডি সার্কুলার নং-২ এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ব্যাংককে নিজ নিজ গ্রিন ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ জারি করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিকনির্দেশনা অনুসারে প্রতিটি ব্যাংককে তিনটি ধাপে গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়।*

ব্যাংকিংয়ের অন্তর্গত। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চালুকৃত বিএসিপিএস বা বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম, বিইএফটিএন বা বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, আরটিজিএস বা রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট ইত্যাদি বিকল্প বিনিময় মাধ্যম সেবা নিশ্চিত ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি দেশের সকল ব্যাংককে এক সুতোয় বেঁধেছে। এ জাতীয় কার্যক্রম গ্রাহক সেবা প্রাপ্তি দ্রুততর করার পাশাপাশি ব্যাংকিং সেবায় কাগজের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশের সজীবতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রেখে চলেছে। পাশাপাশি কাগুজে অর্থব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে ভার্চুয়াল অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন একদিকে যেমন আধুনিক ব্যাংকিংয়ের সহায়ক তেমনি গ্রিন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম; (৫) ব্যাংকের প্রতিটি আমানত সেবাপণ্যকে পরিবেশবান্ধব করা ঃ গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত আমানত ব্যাংকের অর্থসংস্থানের প্রধান উৎস। প্রতিটি ব্যাংক তার গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের আমানত সেবা প্রদান করে থাকে। এ জাতীয় প্রতিটি পণ্যকেই পরিবেশবান্ধব করে তুলতে ইন্টারনেটনির্ভর ও অন-লাইন ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে। গ্রিন মার্কেটিং ব্যাংকের সেবাপণ্যসমূহের বিস্তৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে; (৬) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ঃ কাগজের ব্যবহার বৃক্ষ নিধনকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে পরিবেশকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। তাই প্রতিষ্ঠানে কাগজের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে এবং পুনঃব্যবহার্য কাগজের প্রচলন ঘটাতে হবে। অপ্রয়োজনীয় প্রিন্টিং বন্ধ এবং প্রয়োজনে কাগজের উভয় পৃষ্ঠা ব্যবহার ও প্রিন্টিংয়ে ইকো ফন্টের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ স্থাপনের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক ডাটা ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অফিস অর্ডার, নোটিশ জারি, অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট প্রদান, আমন্ত্রণপত্র প্রদান, শুভেচ্ছাপত্র প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনপত্র প্রদান প্রভৃতি বিষয়কে ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ই-মেইল, মোবাইল এসএমএস প্রদান প্রভৃতি ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মিটিং কার্যে ভ্রমণের পরিবর্তে ভিডিও/অডিও কনফারেন্সিংয়ের দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজের সমাধা করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটিকে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহারের পরিবর্তে দিনের আলোর ব্যবহার এবং যথাযথ ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে এসি'র ব্যবহার রোধ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে শক্তি সাশ্রয়ী বা এনার্জি সেভিং বা লেড বাল্বের ব্যবহার করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন না হলে বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্যান, এসি, কম্পিউটার ইত্যাদি বন্ধ রাখতে হবে। সমগ্র প্রতিষ্ঠান ও বাহ্যিক পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় সৌর বিদ্যুৎ বা অন্যান্য পুনঃব্যবহার্য শক্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পানি ও গ্যাস ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে; (৭) জনসম্পদ নিয়োগ ও তার উন্নয়ন ঃ ব্যাংকের জনসম্পদ নিয়োগের ক্ষেত্রে ই-রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থা চালু, অন-লাইন স্যালারি বা ভাতা প্রদান, প্রতিটি জনসম্পদকে এক একজন দক্ষ ব্যাংকার হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও সামাজিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন সময়ে সভা-সেমিনার আয়োজন করে এ বিষয়ে তাদের সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের মোট জনশক্তিকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে পরিবেশবান্ধব কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার মাধ্যমে এর মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হবে; (৮) কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) ঃ বর্তমান সময়ে প্রতিটি ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। এটি সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ববোধেরই বহিঃপ্রকাশ। গ্রিন ব্যাংকিং নিশ্চিতকরণে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় ফান্ড তৈরি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তার মাধ্যমে এটি ভূমিকা রাখতে পারে; এবং (৯) গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে সেবাগ্রহীতা ও সর্বসাধারণকে সচেতন করে তোলা ঃ গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে সেবাগ্রহীতা ও সর্বসাধারণকে সচেতন করে তুলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সভা-সেমিনারের আয়োজন, সবুজ পণ্যসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ, এর সুবিধাদি বিশ্লেষণ এবং সেবাপণ্যসমূহ ব্যবহারে তাদের অভ্যস্তকরণ গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশে গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিআরপিডি সার্কুলার নং-২ এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ব্যাংককে নিজ নিজ গ্রিন ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ জারি করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিকনির্দেশনা অনুসারে প্রতিটি ব্যাংককে তিনটি ধাপে গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়। এর প্রথম ধাপ হচ্ছে নীতি নির্ধারণ, পরিবেশের সাথে অঙ্গীভূত হওয়া, অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ব্যবস্থাপনা, সবুজ বিনিয়োগের সূচনা, অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা চালুকরণ, কর্মীদের প্রশিক্ষিতকরণ, গ্রাহক সচেতনতা সৃষ্টি এবং গ্রিন ব্যাংকিংয়ের অনুশীলন। দ্বিতীয় ধাপে সেক্টর ভিত্তিক পরিবেশ নীতি তৈরি, সবুজ কর্মপরিকল্পনা তৈরি, গ্রিন ব্রাঞ্চ স্থাপন, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন, প্রতিটি ব্যাংকের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা তৈরি, গ্রাহকদের শিক্ষিত করে তুলতে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি। সর্বশেষ ধাপে ব্যাংকসমূহের নতুন নতুন সেবাপণ্যের উদ্ভাবন ও প্রচলিতকরণ এবং এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বাহ্যিক মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়।

দেশে গ্রিন ব্যাংকিং চর্চাকে আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর দিক চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভূমিকা পালনে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সময় সার্কুলার জারি করে চলেছে। প্রতিটি ব্যাংক যদি তা মেনে নিজেদের কর্মকৌশল ঠিক করে সমন্বিতভাবে একাজে উদ্বুদ্ধ হয় তবেই গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সম্ভব। পৃথিবীকে তার প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরিয়ে দিলে তবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপদ আবাস নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ব্যাংকিং সেবা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টা এদেশকে করতে পারে সবুজায়নের অগ্রপথিক।

■ *লেখক : এডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.*

থিওডোর রোয়েথখা এর
অনুবাদ কবিতা

নিদ্রাভঙ্গ

মোঃ নাসিরুজ্জামান

[কবি থিওডোর রোয়েথখা'র জন্ম ২৫ মে, ১৯০৮ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে। তাঁর বাবার ছিল ২৫ একর জুড়ে সবুজ মাঠ যেখানে খেলাধুলা করে তাঁর শৈশব কেটেছে। এখান থেকেই তিনি লেখার নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে ওপেন হাউস, ওয়র্ডস ফর দ্য উইন্ড, দ্য ফার ফিল্ড ইত্যাদি। 'দ্য ওয়েকিং' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৫৪ সালে পুলিৎজার পুরস্কারে ভূষিত হন।]

আমি ঘুমুবো বলে উঠি জেগে এবং ধীরে জাগ্রত হই
আমি আমার ভাগ্যকে অনুভব করি যা ভয় পাইনা
আমি যেতে যেতে শিখি যেখানে যেতে হয় আমাকে।
আমরা অনুভবে চিন্তা করি, সেখানে কি আছে জানার ?
কানে কানে আমি নৃত্য শুনি
আমি ঘুমুবো বলে উঠি জেগে এবং ধীরে জাগ্রত হই।
ওসবের মাঝে সবচেয়ে কাছে কে তুমি ?
ঈশ্বর মাটির মঙ্গল করুন! আমি বিনম্র পায়ে সেখানে যাবো হেঁটে
এবং যেতে যেতে শিখি যেখানে যেতে হয় আমাকে।
আলো বৃক্ষকে নেয়, কিন্তু কে বলতে পারে কিভাবে ?
ক্ষুদ্র কীট পেচানো সিঁড়ি বেয়ে ওঠে
আমি ঘুমুবো বলে উঠি জেগে এবং ধীরে জাগ্রত হই।
মহাপ্রকৃতির অন্য আরো কাজ আছে করার মতো
যা আমার এবং তোমার প্রতি, প্রাণবন্ত বায়ু গ্রহণ কর
এবং সুন্দর, যেতে যেতে শেখো যেখানে যেতে হয়।
এই কম্পন আমাকে রাখে স্থির, আমার জানা উচিত
সর্বদা অন্যত্র কি পতিত হয়, এবং অদূর হয়
আমি ঘুমুবো বলে উঠি জেগে এবং ধীরে জাগ্রত হই।
যেতে যেতে শিখি যেখানে যেতে হয় আমাকে।

কবি পরিচিতি: জিএম, ডিসিএম, প্র.কা.

সাহস লাগে

ও, এইচ, এম সাফী

ভীরুতাকে উপড়ে ফেলে সফলতায় রঙিন হতে সাহস লাগে
অসত্যকে উৎখাত করতে, অন্ধজনে আলো দিতে
বর্গীদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষার তরে
মানচিত্রকে বুকের রক্তে রাঙিয়ে দিতে সাহস লাগে।
সাহস লাগে ডাঙ্গুলির গুলিটাকে চার ধাপেতে উল্কাবেগে উড়িয়ে দিতে
উন্মত্ত পদ্মা নদীর খড় স্রোতে শুশুক ধরতে
গাছের কোটরে হাত ঢুকিয়ে টিয়ার ছানা ধরে আনতে
তিন বিবিতে টেক্কা দিতে, শেষ বলেতে ছক্কা মেরে
বিজয় নিশান উড়িয়ে দিতে সাহস লাগে
সাহস লাগে কালবোশেখির ঝড়ো হাওয়ায় আম কুড়াতে
ঝমঝম মুষলধারে বৃষ্টি ফোঁটায় গা ভেজাতে
শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে আলতো পায়ে সিক্ত হতে
মা জননীর পদযুগল বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে
নিজের হাতে ধুইয়ে দিতে সাহস লাগে
সাহস লাগে নীল খামেতে রুধির ভেজা পত্র দিতে
নীল দরিয়ার মুক্তা এনে প্রিয়ার কণ্ঠে পরিয়ে দিতে
কিন্নরীদের পুষ্পবৃষ্টি ছিন্ন করে
রাজসিংহাসন বিসর্জনে বিনোদিনীর হস্ত ধরে দ্বীপান্তরে চলে যেতে সাহস লাগে
সাহস লাগে কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথিতে শ্মশান থেকে কাঠি আসতে
যৌনমোহে রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ অপ্সরাদের মোহমায়া ছিন্ন করে
ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণে তাহাজ্জোতে সামিল হতে
নিজের কবর নিজেই খুড়তে সাহস লাগে
সাহসীরাই যায় এগিয়ে ভীরুরা সব রয় পিছিয়ে
বীরের মতো এক মুহূর্ত বাঁচা ভালো, ভিতুর মতো হাজার বছর বাঁচার চেয়ে।

কবি পরিচিতি: জেডি, ডিবিআই-৩, প্র.কা.

জীবনের প্রাণ

মোহাম্মদ মাহিনুর আলম

শুরু করেছি শেষ করবো বলে
কিন্তু শেষ করা যে নিয়তির কলমে ধরা !
এ যাত্রায় দেখা হল পরিচয় হল
থেমে না থেকে চল, গন্তব্যে চল।
নিজেকে চেনার, জানা জানানোর
জীবনের নীতি মানা মানানোর
এ ছাড়া কি পথ আছে ?
জীবনের প্রাণ, প্রাণের স্ফূর্তিতে বাঁচে।

কবি পরিচিতি: জেডি, সিইইউ, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

'এই শতকের তিনি বড় ব্যক্তিত্ব
তাঁর নাম স্মরণীয় প্রতিদিন নিত্য।'
এরকম আজকাল ব্যক্তির বদলে
ব্যক্তিত্বটা লেখে ছেলে-বুড়ো সকলে।
'ব্যক্তি'র কী বা দোষ, তবু হল দণ্ড
তাই দেখে পণ্ডিত হয়েছেন চণ্ড।
'ব্যক্তিকে অযথাই করো ব্যক্তিত্ব
এসব কাণ্ড দেখে জ্বলে যায় পিত্ত!
এরকম বাক্যে তো ব্যক্তিই শুদ্ধ
তবে কেন খামোখাই বাধিয়েছ যুদ্ধ?'

['ব্যক্তি' কর্তৃবাচক শব্দ আর 'ব্যক্তিত্ব' কর্মবাচক। 'ব্যক্তিত্ব' হচ্ছে 'ব্যক্তির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য'। ইংরেজিতে একে বলে **Personality**। *'ব্যক্তি' ও 'ব্যক্তিত্ব' দুটিই বিশেষ্যপদ হলেও 'ব্যক্তি' অর্থে 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটির প্রয়োগ বাংলাভাষার স্বাভাবিক রীতিসম্মত নয়। অথচ ব্যক্তির গুণগান করতে গিয়ে আমরা অবলীলায় লিখে যাচ্ছি, 'তিনি এক মহান ব্যক্তিত্ব।' নিঃসন্দেহে এটি ভুল প্রয়োগ। বাংলায় আমরা লিখব, 'তিনি এক মহান ব্যক্তি।' শুধু 'ব্যক্তি' আর 'ব্যক্তিত্ব' নয়, 'নেতা আর 'নেতৃত্ব' নিয়েও ঠিক একই ধরনের ভুল প্রয়োগ আমরা করি। এরকম বাক্য লেখা হয় : 'দেশের জনগণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে এটাই চায়।' বাক্যটি শুদ্ধ হবে যদি লেখা যায় : 'দেশের জনগণ রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এটাই চায়'।*
কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' নামক কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি এরকম : 'স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ....।' শামসুর রাহমান এখানে নজরুলকে 'মহান পুরুষ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'ব্যক্তি'কে আমরা যেমন 'ব্যক্তিত্ব' বলছি, এখানে 'পুরুষত্ব' বলতে পারব? 'মহান ব্যক্তি' যদি 'মহান ব্যক্তিত্ব' হতে পারেন, তবে 'মহান পুরুষ' -এর 'মহান পুরুষত্ব' হতে আপত্তি কোথায়? আসলে এরকম প্রয়োগ বাংলাভাষার স্বভাবসঙ্গত নয়। 'ব্যক্তি' আর 'ব্যক্তিত্ব'কে একাকার করে ফেলার কোন দরকারই আমাদের নেই।]

আশ্রয়

কাকলী ঘোষ

ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মধ্যরাতেই বৃষ্টির ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাত বাড়িয়ে টেবিল ঘড়িটা নিয়ে দেখল তিনটা বিশ বাজে। এমনিতেও চারটায় অ্যালার্ম দেয়া ছিল। এখন ঘুমিয়ে পড়লে সকালে উঠতে দেরি হয়ে যাবে। কাজেই বৃষ্টি বই নিয়ে বসল। আগামীকাল অর্থনীতি ১ম পত্র ক্লাস টেস্ট হবে, গত দুদিন বাসায় মেহমান থাকায় পড়াশোনা করার সুযোগ হয়নি। মাধ্যমিকে গ্রামের স্কুল থেকে জিপিএ পাঁচ পেয়ে ঢাকায় এসে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়েছে। চাচার বাসায় থাকে। ঢাকায় আত্মীয়স্বজন বলতে চাচা ছাড়া তেমন কেউ নেই। চাচা প্রথমে থাকতে দিতে রাজি না হলেও পরে কিছু একটা ভেবে রাজি হয়েছেন। কিন্তু বৃষ্টিকে সামনে দেখলেই তিনি বিরক্ত হন। গত ছয় মাস ধরে বৃষ্টি এ বাসায় থাকলেও তিনি মাত্র দুদিন বৃষ্টির সাথে কথা বলেছেন। শুধু চাচা নন চাচিও তার সাথে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না। প্রথম প্রথম তাদের ব্যবহারে বৃষ্টি মনে কষ্ট পেলেও সময়ে তা সয়ে গেছে। পড়ার জন্য বইটা হাতে নিয়ে বাতি জ্বালাতে গিয়েই মনে পড়ল বাতি জ্বালালে চাচি বিরক্ত হবেন। দুই বেড রুমের একটাতে চাচা-চাচি এবং অন্যটাতে দশ বছরের চাচাতো ভাই থাকে। বৃষ্টি ড্রয়িং রুমের মেঝেতে ঘুমায়। এ বাসার কিছু নিয়ম বৃষ্টির কাছে ব্যতিক্রম মনে হয়। গ্রামে নিজেদের বাড়িতে মা সবসময় ভোরবেলা ডেকে দিতেন পড়ালেখা করার জন্য। কিন্তু এখানকার নিয়ম আলাদা। ভোরবেলা পড়তে বসলে চাচা-চাচি বিরক্ত হন। তাদের ঘরের দরজা বন্ধই থাকে তারপরেও ভোরে পড়ার জন্য ড্রয়িং রুমের বাতি জ্বালালেই চাচি রাগারাগি করেন। বৃষ্টিকে বকাঝকা করেন বাতি বন্ধ করার জন্য। তার চোখে আলো লাগলে তিনি ঘুমাতে পারেন না। বন্ধ ঘরে কিভাবে তার চোখে আলো লাগে এটা বৃষ্টির মাথায় আসে না। বৃষ্টি এজন্য রান্না ঘরের বাতি জ্বালিয়ে অথবা মোম জ্বালিয়ে ভোরবেলা পড়ালেখা করে। আজ মোম জ্বালিয়ে বিছানায় পড়তে বসল, গতকাল থেকে শরীরটা ভালো লাগছেনা, জ্বর জ্বর লাগছে। পড়তে পড়তে কখন সাড়ে ছয়টা বেজে গেছে বৃষ্টি টের পায়নি। সাতটা থেকে কলেজে ক্লাস শুরু। তড়িঘড়ি করে তৈরি হয়ে চাচিকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বলেই রাস্তায় বের হয়ে গেল। রাস্তায় বের হয়েই বুঝল প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। ভোরে ঘুম থেকে উঠলে তাড়াতাড়ি ক্ষুধা পায়। বৃষ্টি সাধারণত কলেজ থেকে বাসায় ফিরে বারটার দিকে নাস্তা করে। আজ কলেজ ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নিতে হবে। বৃষ্টি কলেজ ক্যান্টিনে কিছু খায় না বললেই চলে, আসলে এ ধরনের বিলাসিতার জন্য ওর কাছে টাকা থাকে না। বৃষ্টির বাবা মাসের দশ তারিখের মধ্যে পনেরশো টাকা পাঠান, কলেজের বেতন হিসেবে আটশো টাকা চলে যায় বাকি টাকায় বই, খাতা ও অন্যান্য টুকিটাকি কিনতে হয়। বৃষ্টির বাবা গ্রামের স্থানীয় বাজারে ছোট একটা মুদি দোকান ভাড়ায় চালান। জিনিসপত্রের দামের যে ঊর্ধ্বগতি তাতে আরো দুই ভাইবোনের পড়ালেখার খরচ চালিয়ে সংসারের খরচ চালানোই মুশকিল, তাই বাবার কাছ থেকে এর বেশি আশা করা যায় না। পায়ে হেঁটে কলেজে পৌঁছাতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। প্রথম ক্লাসেই বাংলা ১ম পত্র ক্লাস টেস্ট ছিল বৃষ্টি তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল তারপরেও পরীক্ষা ভালো হল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে শরীরের তাপমাত্রাও বাড়তে লাগল কিন্তু করার কিছু নেই, ক্লাস মিস দেয়া যাবে না। বৃষ্টি যেহেতু কোনো প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে না সেহেতু ক্লাস মিস করলে পরে তাল সামলানো যাবে না। বাথরুমে গিয়ে চোখে, মুখে ও মাথায় পানি দিয়ে আবার ক্লাসে বসল। এমন সময় প্রিন্সিপাল সেকশনের আয়া এসে জানাল প্রিন্সিপাল স্যার ডেকেছেন। বৃষ্টির শরীর জ্বরে কাঁপছে। প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে দেখা করে জানা গেল বৃষ্টির আবেদনের প্রেক্ষিতে তার এসএসসির রেজাল্ট, বর্তমানের ক্লাস উপস্থিতি এবং ক্লাস টেস্টের রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে তাকে প্রথম বারের বেতন হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এটা বৃষ্টির জন্য অনেক বড় পাওয়া। এই খুশি ভাগাভাগি করার মতো আপনজন কেউ তার পাশে নেই। ক্লাসে তার বরাবরই ভালো ছাত্রী হিসেবে খ্যাতি আছে তাই অনেকের সাথেই ভালো সম্পর্ক। বৃষ্টি এতবড় আনন্দের ভাগিদার হিসেবে কোনো বান্ধবীকেও পাচ্ছেনা। পাবে কি করে ! পুরো এক বছরের বেতন হতে অব্যাহতি পাওয়া যে কত বড় মুক্তি এটা ওদের পক্ষে কোনোভাবেই অনুধাবন করা সম্ভব না। সবগুলো ক্লাস করে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরতে সাড়ে বারটা বেজে গেল। ক্ষুধায় পেট রীতিমত জ্বলছে। ক্লাসের একটা মেয়ের কাছ থেকে প্যারাসিটামল নিয়ে খেয়েছে ফলে জ্বর কিছুটা কমেছে। বাসায় ফিরে জ্বরের কথা বলা বা না বলা একই কথা শুধু শুধু চাচা-চাচির বিরক্তি বাড়বে। কাজেই কাউকে কিছু না বলে সে নাস্তা খাওয়ার জন্য রান্না ঘরে ঢুকল। ছুটা বুয়া কাজ করতে এসেছে। সে জানালো বাসায় সকালে কোনো একজন মেহমান আসাতে বৃষ্টির জন্য নাস্তা নেই, চাচি তাকে আপাতত দুটো টোস্ট বিস্কুট খেয়ে দুপুরের রান্না শেষে ভাত খেতে বলেছেন। বৃষ্টি বলার জন্য কোনো ভাষা খুঁজে পেল না, আর বুয়াকে কিছু বলেই বা কি লাভ ! কষ্টে চোখে পানি চলে এল। এই ইট, পাথরের তৈরি শহরের মানুষের মনও কি ইট, পাথরের তৈরি ! মানুষের কি মানবতা বলে কিছু নেই। পরক্ষণেই নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে, এই শহরে বসবাসের জন্য তারপরও তো তার একটা আশ্রয় রয়েছে যেটা অনেকেরই নেই।

■ *লেখক : ডিডি, বিবিটিএ*

সেন্টোসা আইল্যান্ড

স্বপ্নের শহর সিঙ্গাপুরে

তানভীর আহমেদ

আধুনিক নগর রাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের প্রতি একটা ভিন্ন রকম আগ্রহ আমার বরাবরের। কিন্তু চাইলেই তো স্বপ্ন বাস্তবে ধরা দেয় না ! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে পড়ার সময় জনসংযোগ সম্পর্কে যখন পড়েছি তখন ভাবতাম জনসংযোগ খুব আকর্ষণীয় পেশা। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সে যোগ দেয়ার পর দেখলাম জনসংযোগ পেশা শুধু আকর্ষণীয়ই নয় বরং চ্যালেঞ্জিংও। তবে জনসংযোগ বিষয়ক দায়িত্ব পালন করলেও দীর্ঘ পাঁচবছরের কর্মজীবনে বিদেশে প্রশিক্ষণের সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। অবশেষে সে সুযোগ এল। কিন্তু সে সুযোগ যে সিঙ্গাপুরেই হবে তা কল্পনাও করিনি। অবশ্য অপ্রত্যাশিত সুখকর ঘটনা যে অধিক আনন্দের তা কে না জানে !

নির্ধারিত অফিসিয়াল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২০ নভেম্বর সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে করে রওনা হলাম আমরা দুজন। অর্থাৎ আমি ও আমার বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক সাঈদা খানম। বিমানের চার ঘণ্টা যাত্রা শেষে আমরা পৌঁছালাম সিঙ্গাপুরে। বিমানবন্দরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন জয়ন্ত মজুমদার। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সিঙ্গাপুর প্রবাসী ও সেখানে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন।

মেরিনা বে-তে ডিজিএম সাঈদা খানমের সাথে

পূর্বনির্ধারিত হোটেলে গিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জয় ভাইয়ের সাথে। তিনি আমাদের দেখালেন সিঙ্গাপুরের শপিং মল, MRT (Mass Rapid Transit) বা মেট্রো রেল ও আধুনিক স্থাপনা। দেখলাম সিঙ্গাপুরের Esplanade Theatre, Supreme Court and Science Museum, Marina Bay, Orcherd Road ইত্যাদি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন যেন সিঙ্গাপুর। রাস্তায় বিভিন্ন দেশের হাজারো পর্যটক। দিওয়ালি ও বড়দিন উপলক্ষে বর্ণিল সাজে সেজেছে যেন পুরো নগরী। একটি Cosmopolitan City এর রূপ যেন এমনই হয়।

পরের দিন খুব সকালে আমরা বের হলাম Sentosa Island এর উদ্দেশ্যে। সমুদ্রের উপর এ দ্বীপ যেন পর্যটকদের জন্য স্বর্গ। কী নেই এখানে ! Universal Studio, Merlion, Butterfly park and Insect kingdom, Underwater World and Dolplin Vagoon ইত্যাদি। এরপর আমরা পৌঁছালাম দ্বীপের প্রান্তে। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দিকের সর্বশেষ প্রান্ত। এশিয়া মহাদেশের স্থলভাগের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র উপভোগ করলাম বেশ কিছুক্ষণ। দেখলাম এখানে পর্যটকদের ভিড় বেশি।

পরদিন শুরু হলো Green Forest International এর আয়োজনে দুই দিনব্যাপী কর্মশালা। কর্মশালাটি ছিল Managing the 3Cs in Organizational Development : Culture, Communications and Change এর উপর। কর্মশালার প্রশিক্ষক ছিলেন Francisco Javien Montes Gomez। তিনি Central University of Venezuela এর একজন অধ্যাপক। কর্মশালায় আমরাসহ ১১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিই। অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও চীন থেকে আগত। প্রথম দিনে আমাদের প্রশিক্ষক Francisco প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরলাম। কৃষকদের ১০ টাকায় হিসাব খোলা, গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম। এসব বিষয় জেনে তিনি বেশ আনন্দিত হলেন এবং এই বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করলেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে বেশ আগ্রহ দেখে আমরা নিজেদের গর্বিত ভাবলাম।

কর্মশালার শেষ দিনের অভিজ্ঞতাটি ছিল অসাধারণ। কর্মশালায় বিভিন্ন আলোচনার উঠে আসতে লাগলো বাংলাদেশ ব্যাংকের নাম। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রমে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টাকে সবাই সাধুবাদ জানাল। আরেকটি বিষয় খেয়াল করলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকে যে Change Mangement Adviser নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ রয়েছে তা শুনে সবাই চমৎকৃত হলেন। ওয়ার্কশপ শেষে সন্ধ্যায় দেখতে গেলাম বিখ্যাত সুলতান মসজিদ। পাশে মিউজিক্যাল স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় টার্কিস খাবার খেলাম।

রাতে আমরা চাঙ্গি সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। নির্জনতার সাথে সমুদ্রের গর্জন আমাকে নিয়ে গেলো নস্টালজিয়ার এক জগতে। স্মৃতিময় এক রাত শেষে সকাল ও দুপুর কেটে গেল শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। বিকেলে বিমানবন্দরের পথ ধরলাম দেশে ফেরার উদ্দেশ্যে আর রেখে এলাম ক্ষণিকের জন্য আপন হয়ে ওঠা প্রিয় সিঙ্গাপুরকে, সেসাথে দেশটির গর্ব ও বীরত্বের প্রতীক Merlion কে।

■ *লেখক : এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

সুস্থ জীবন, প্রয়োজন ওজন নিয়ন্ত্রণ

ওজনাধিক্য বা রোগগ্রস্ত মোটা বিষয়টি বর্তমান সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে এক সপ্তাহের মধ্যে ওজন কমাতে চান। এজন্য খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেন, অনাহারে অর্ধাহারে বা পানি কম খেয়ে ওজন কমানোর চেষ্টা করেন। এভাবে সপ্তাহে সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি পর্যন্ত ওজন কমতে পারে বটে তবে, এটি কোনো স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি নয়। কারণ সঠিক পদ্ধতিতে ওজন কমাতে হলে সপ্তাহে ১.৫ কেজি ওজন কমানো উত্তম। ওজন কমানোর অর্থ হলো চর্বি কমানো। যারা রোগগ্রস্ত মোটা তারা একাধিক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ডিসলিপিডেমিয়া অর্থাৎ শরীরে চর্বির উপাদান বৃদ্ধি পাওয়া এবং ভারসাম্যহীন হওয়া। এছাড়াও তারা আক্রান্ত হতে পারেন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, পিত্তথলিতে পাথর, অস্টিও আর্থাইটিস, ঘুমের মধ্যে শ্বাসকষ্ট এবং কাশি সমস্যায়। এছাড়া কিছু ক্যান্সার যেমন স্তন ক্যান্সার, জরায়ুর ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। যাদের বিএমআই ২৭ বা তারও বেশি, তারা প্রতিদিন তিনবেলা খাওয়ার পরপরই অরলিস্টেট নামক ওষুধ সেবন করতে পারেন। কিন্তু এই ওষুধের জন্যই খরচ হবে প্রতিদিন ৮০ থেকে ১০০ টাকা। ওষুধটা চালিয়ে যেতে হবে বিএমআই ২৭ এর নিচে না নামা পর্যন্ত। এই ওষুধ সেবনে অনেকেরই বদহজমের সমস্যা দেখা দেয় বলে অভিযোগ করেন। প্রকৃত সত্য হলো, এই ওষুধ চর্বি শোষণে বাধা দান করে, যা মলের সাথে বের হয়ে যায়। সহজ কথা হলো চর্বি জাতীয় খাবার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা থেকে বাদ রাখলেই এই ওষুধ আর সেবন করার প্রয়োজন নেই। এই ওষুধটি কোনোভাবেই গভবর্তী মায়েদের খাওয়া উচিত নয়।

স্থূলকায় নারীদের গর্ভধারণের আগেই নিজের ওজন নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। কারণ অতিরিক্ত ওজন গর্ভধারণের ক্ষেত্রে অনুকূল হয় না। যারা ওজনাধিক্যে ভুগছেন তাদের জন্য সুসংবাদ হলো যদি তারা এক কেজি ওজন কমাতে সমর্থ হন তাহলে উপকৃত হবেনই। ২০ শতাংশ অকালমৃত্যু হ্রাস পাবে। ৩০ শতাংশ ডায়াবেটিসজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি কমবে। যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে সিস্টলিক বিপি ১০ মিমি অব মার্কারি কমবে এবং ডায়াস্টলিক বিপি ২০ মিমি অব মার্কারি কমবে। যারা সবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন, তারা অভুক্ত অবস্থায় থাকলে গ্লুকোজ কমে যাবে। তাই দীর্ঘ ও সুস্থজীবন লাভের পূর্বশর্ত হলো ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। আর নিজ থেকে সচেতন হলে পৃথিবীতে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়।

ধূমপান আর নয়

বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় পেয়েছেন- সিগারেটের মধ্যে চার হাজারের মতো উপাদান পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ষাট প্রকারের উপাদানই ক্যান্সার সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নিকোটিন এবং কার্বন-মনো-অক্সাইড উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি জটিল রোগের জন্ম দিতে সক্ষম। ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত শত শত রোগীর প্রায় সকলেই ধূমপায়ী। একজন ধূমপায়ীর কাছে ধূমপান আনন্দদায়ক ও মর্যাদাবর্ধক মনে হতে পারে আবার একজন অধূমপায়ী ধূমপানের কটু গন্ধে বিরক্তি বোধ করেন, ধূমপানকে স্বাস্থ্যের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর ও অপচয় বলে মনে করেন। ধূমপানে বিষপান, অর্থের অপচয়, শারীরিক ক্ষতি, উপকার শূন্য, এসব বুঝে যে ব্যক্তি নিজের মন থেকে বদ্ধপরিকর হবেন- আজ এ মুহূর্ত থেকে ধূমপান করবেন না, ধূমপানের বিরুদ্ধে জয়ী হবার সম্ভাবনা তারই বেশি। যারা আস্তে আস্তে এ নেশা ছাড়বেন বলে ভাবেন তারা ধূমপান ত্যাগ করতে পারেন না।

হঠাৎ করে ধূমপান ছেড়ে দিলে তার কাছে ছয় মিনিট মনে হবে ছয় ঘণ্টার সমান। প্রথম সপ্তাহ খুব কষ্ট হবে এবং অসম্ভব মনে হবে। বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে- মনের শক্তি আসক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হবেই। তিন-চার সপ্তাহ পরেই সব ধরনের উপসর্গমুক্ত হতে পারবেন। যে ব্যক্তি যতদিনের ধূমপায়ীই হোন না কেন-ধূমপান ত্যাগ করার পর থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই তার রক্ত থেকে নিকোটিন এবং কার্বন-মনো-অক্সাইড নিজ থেকেই চলে যায়। তারপর থেকেই হৃদরোগ এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা স্ট্রোকের ঝুঁকিও ধীরে ধীরে কমতে থাকবে।

ধূমপান ত্যাগ করার জন্য মনের ইচ্ছাই যথেষ্ট। ধূমপান বা তামাকজনিত রোগের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। গত দশ বছরে বিশ্বে পাঁচ কোটি মানুষ শুধু তামাকজনিত কারণে মৃত্যুর কাছে হার মেনেছে। তাই আর নয় ধূমপান, আর নয় অকাল মৃত্যু।

হৃদরোগ যে কারণে

হৃদযন্ত্র আমাদের শরীরের সমস্ত জায়গায় রক্ত প্রবাহিত করছে যা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অক্সিজেন ও পুষ্টি। ফুসফুস থেকে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়ে বাম অলিন্দে আসে, বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে আসে। সেখানে থেকে মহাধমনির মাধ্যমে সমস্ত শরীরে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

হৃৎপিণ্ডের ডান করোনারি এবং বাম করোনারির মাধ্যমে হার্ট তার নিজস্ব পুষ্টি এবং অক্সিজেন নিচ্ছে। কোনো কোনো কারণে কখনও এই করোনারি ধমনি সরু হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন চর্বি জমে তখন বুকের বাম দিকে ব্যথা করে আর যে রোগের উৎপত্তি হয় তার নাম ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ।

একজন সুস্থ সবল মানুষের হৃৎস্পন্দন, প্রতি মিনিটে ৬০-৮০ (৭২) বিটস/মি.। হৃৎপিণ্ডের কিছু রোগের কারণে হৃৎস্পন্দন ধীর গতি হতে পারে। ফলে মাথা ঝিমঝিম করা, মাথা ঘোরা, চোখে ঝাপসা দেখা, দুর্বলতা, হঠাৎ পড়ে যাওয়া, অজ্ঞান হওয়া বা সিনকোপ হতে পারে। হৃৎযন্ত্রের তড়িৎ স্পন্দন যখন স্বাভাবিকের পরিবর্তে অস্বাভাবিক হয় তখন হৃৎপিণ্ডের গতির স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত প্রতি মিনিটে যতটা হার্টবিট হবে ততটা পালস রেট হবে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসায় রোগী সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। তবে রোগের কারণ নির্ণয়পূর্বক চিকিৎসা করাই শ্রেয়।

কোনো ব্যক্তির হৃদরোগ হলে তার একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা নেয়াই উত্তম।

লেখক : ডাঃ রফিক আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ঢাকা

বিপুল নোট ছেপেছে ইউরো অঞ্চলের ব্যাংকগুলো

ইউরো অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো গত এক দশকে নীরবে-নিভৃতে প্রচুর ব্যাংক নোট ছেপেছে। এসব নোট ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিও কিনেছে। একটি পিএইচডি গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

মুদ্রানীতির বাইরে কয়েকটি প্রয়োজন মেটাতে ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ব্যাংক নোট ছাপিয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। ইউরো অঞ্চলের দেশগুলোকে মন্দা থেকে বাঁচাতে শূন্যের কাছাকাছি থাকা সুদের হার কমিয়েও যখন আঞ্চলিক অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা সম্ভব হচ্ছিল না; তখন বন্ড, সিকিউরিটিজ, ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা ইত্যাদি কিনে তহবিল বাড়াতে উদ্যোগী হয় ইসিবি। কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং নামের এ কর্মসূচি ইসিবির কোষাগারে ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ইউরো যোগ করেছিল।

কোয়ান্টিটেটিভ ইজিংয়ের কথা সবাই জানলেও বন্ড ও অন্যান্য সম্পত্তি কেনার পথ প্রসারে পৃথক একটি কর্মসূচির কথা জানা গেল এই প্রথম। পিএইচডি গবেষক ড্যানিয়েল হফম্যানের এ সংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশের পর ইসিবির সমালোচনায় মুখর হয়েছেন অনেকে। তারা বলছেন, ইসিবির অভ্যন্তরে স্বচ্ছতার অভাব প্রকট।

হফম্যানের গবেষণায় দেখা যায়, ইউরোপের জাতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর (এনসিবি) মুদ্রানীতির আওতা ও সক্ষমতার বাইরে থাকা সম্পদের পরিমাণ এখন ৬২৩ বিলিয়ন ইউরো। ২০০৫ সালে এমন সম্পদের পরিমাণ ছিল ২১৪ বিলিয়ন ইউরো। বিভিন্ন এনসিবির উদ্বৃত্তপত্রে প্রাপ্ত তথ্যযোগ করেই হফম্যান এ অঙ্ক বের করেছেন।

ইসিবির এগ্রিমেন্ট অন ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস (এএনএফএ) আইন অনুযায়ী, এনসিবিগুলো পেনশন ফান্ড ব্যবস্থাপনার মতো মুদ্রানীতির বাইরের কিছু প্রয়োজনে ব্যাংক নোট ছাপাতে পারে। ২০০৮-১২ সময়কালের আর্থিক সংকটের সময় বেশ কয়েকটি এনসিবিকে এমন নোট ছাপানোর অনুমতি দিয়েছে ইসিবি। হফম্যানের গবেষণায় এ ব্যবস্থার প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ইসিবির অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন এনসিবি নিজেদের প্রয়োজনমতো নোট ছাপিয়ে তা দিয়ে সম্পত্তি কিনেছে। বিশেষত আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও গ্রিসের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এভাবে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কিনেছে।

ইসিবি বলেছে, এগ্রিমেন্ট অন ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস সুবিধার আওতায় অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা সৃষ্টির কোনো ঘটনা ঘটেনি। কারণ একটি এনসিবি কত সম্পত্তি কিনতে পারে, তার সীমারেখা নির্ধারণ করা আছে।

ইসিবির বিবৃতিতে এ দাবি করা হলেও ঠিক কত পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা কোথাও বলা হয়নি। কী সম্পত্তি কেনা হচ্ছে, সে ব্যাপারে ইসিবিকে জানানোর নিয়ম থাকলেও সব এনসিবি এ নিয়ম মেনে চলে না।

নিজস্ব উদ্যোগে ছাপানো মুদ্রা অর্থাৎ আত্মকৃত অর্থে কেনা সম্পত্তিকে এনসিবির উদ্বৃত্তপত্রে 'আদার সিকিউরিটিজ' হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। হফম্যানের গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৫ সালে এমন সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১২২ দশমিক ৬ বিলিয়ন ইউরো। ইউরোসিস্টেমের আর্থিক বিবরণীতে দেখা যায়, সদস্য ব্যাংকগুলোর হাতে এমন সম্পত্তি এখন ৩৫৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ইউরো।

ধরিত্রী বাঁচাতে ঐতিহাসিক চুক্তি

ধরিত্রী বাঁচাতে সম্প্রতি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বক্ষর হলো ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে বিশ্বের উষ্ণায়ন রোধে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন প্রায় দুইশ দেশের নেতারা। জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে দুই সপ্তাহ ধরে তুমুল বিতর্কের পর গত ১২ ডিসেম্বর রাতে হলো এই সমঝোতা। চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হবে তা দেড় ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। ২০২০ সাল থেকে কার্বন নিঃসরণের লাগাম টানবে দেশগুলো।

এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে উন্নত দেশগুলোর সহায়তার বিষয়ও আছে এতে। ২০২০ সাল থেকে উন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তা হিসেবে প্রতি বছর ১০ হাজার কোটি ডলার দেবে। চুক্তির কিছু অংশ আছে আইনগত বাধ্যতামূলক। কিছু অংশ বাস্তবায়ন দেশগুলোর আগ্রহের ওপর নির্ভর করবে। পাঁচ বছর পর পর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীনসহ বেশি মাত্রায় কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোও চুক্তির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তবে আন্দোলনকারী পরিবেশবাদীদের অনেকে বলেছেন, মানবজাতিকে রক্ষায় এ চুক্তি যথেষ্ট নয়।

জ্বালানি তেলের দাম সাত বছরে সর্বনিম্ন

আন্তর্জাতিক বাজারে আবার অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কমে প্রায় সাত বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে। গত ৭ ডিসেম্বর ওয়েস্ট টেক্স বা ইউএস ক্রুড শ্রেণির জ্বালানি তেলের দাম ৫ দশমিক ৮ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৩৭ দশমিক ৬৫ ডলারে নেমে গেছে। একই সঙ্গে প্রতি ব্যারেল ব্রেন্ট ক্রুড শ্রেণির তেলের দাম ৫ দশমিক ৩ শতাংশ কমে ৪০ দশমিক ৭৩ ডলারে নেমেছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের পরে এটিই হলো বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সর্বনিম্ন দাম। এর আগে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পণ্যটির দাম এই পর্যায়ে ছিল।

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত তেল রপ্তানিকারক বড় দেশগুলোর সংগঠন ওপেকের (অর্গানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্ট কান্ট্রিজ) এক সভায় তেল উৎপাদন কমানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যটির দাম কমেছে। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় উত্তোলনের পরিমাণ বেশি থাকাটাই তেলের দাম কমার প্রধান কারণ। ওপেকের সদস্য দেশগুলো তেলের বৈশ্বিক চাহিদার অন্তত ৩০ শতাংশ মিটিয়ে থাকে।

তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ওপেকের সদস্যদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রসহ নতুন নতুন দেশের দিক থেকে প্রতিযোগিতার চাপ বাড়ছে। আগে যুক্তরাষ্ট্রের তেলক্ষেত্রগুলো বন্ধ রাখা হলেও এখন দেশটির কিছু কিছু কূপ খোলা হচ্ছে। এতে তাদের তেলের সরবরাহ বেড়েছে।

গত ২০১৪ সালে সৌদি আরবের নেতৃত্বে ওপেকের সদস্যরা আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের তেল সরবরাহের হিস্যা বা পরিমাণ ধরে রাখতে বেশি পরিমাণে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডভিত্তিক জ্বালানিসংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্যাপরক রিস্ক ম্যানেজমেন্টের ক্রিস জারভিস বলেন, আমরা এখন জ্বালানি তেলের দাম ও সরবরাহ নিয়ে রশি টানাটানির পরিস্থিতিতে আছি। ঠিক এই সময়ে অন্য প্রধান মুদ্রাগুলোর বিপরীতে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার শক্তিশালী হয়ে ওঠায় তেলের দামে নেতিবাচক প্রভাব ত্বরান্বিত হয়েছে।

■ *গ্রন্থনা ঃ মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

কে. এম আব্দুল ওয়াদুদ

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১০/৬/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৭/১২/২০১৫
বিভাগ : পিএসডি

ফিরোজা বেগম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৩/৩/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ২৮/১০/২০১৫
বিভাগ : সিআইবি

আবুল খায়ের মুহাঃ হাবীবুল্লাহ

(অফিসার)
ব্যাংকে যোগদান : ৬/২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ৪/২/২০১৫
বিভাগ : মতিঝিল অফিস

শিশির রঞ্জন হাওলাদার

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/৯/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ২৩/৯/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-৩

মোঃ আবুল বাশার-২

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১২/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ৮/১০/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-১

শেখ আবুল কালাম আজাদ

(কেয়ারটেকার ২য় মান)
ব্যাংকে যোগদান : ১/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ৬/১০/২০১৫
খুলনা অফিস

এস এম কামরুজ্জামান

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৬/১১/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ৭/১০/২০১৫
খুলনা অফিস

মোঃ জামাল উদ্দিন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৫/২/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/১১/২০১৫
বিভাগ : সিএসডি-১

মোঃ আঃ লতিফ

(ফোরম্যান)
ব্যাংকে যোগদান : ১/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১১/২০১৫
বিভাগ : সিএসডি-১

মোঃ আলফাজ উদ্দিন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৬/৪/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ২৭/১১/২০১৫
বিভাগ : ডিসিপি

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৮/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৯/১০/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-৩

এ. কে. এম. মাসুদ করিম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৯/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১৬/১১/২০১৫
বিভাগ : এসিডি

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক-৩

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১১/৯/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি : ১৮/৭/২০১৫
খুলনা অফিস

মোঃ জামাল উদ্দিন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৪/৯/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ২৯/১০/২০১৫
বিভাগ : ডিএমডি

মোঃ সেলিম মিয়া

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৩/৮/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ২২/৭/২০১৫
সদরঘাট অফিস

কৃতিত্ব

সৈয়দ জামি-উল-হক নাভিদ
নটরডেম কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ, এইচএসসি-২০১৫)

মাতা: সৈয়দা শামীমা হক
পিতা: সৈয়দ আনোয়ারুল হক
(জেডি, মতিঝিল অফিস)

নাবিহা ইবনাত
ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ, এসএসসি-২০১৫)

মাতা: ছলিমা বেগম
(ডিডি, চট্টগ্রাম অফিস)
পিতা: মোঃ আশরাফ উদ্দিন

জাইমা ওয়াসির শশী
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ, এসএসসি ২০১৫)

মাতা: জাহানারা বেগম
(এডি, চট্টগ্রাম অফিস)
পিতা: মোঃ জসিম উদ্দিন

বাগানবাড়ির এক কোণায় কবুতর ঘর

অপরাজিতার অপরূপ রূপ

প্রতিবছর পাম গাছ প্রচুর পাম ফলে ভরে যায়

বাগানের সবুজে মনের সজীবতা

সবুজ আর মানুষের জীবন এক সূত্রে গাঁথা। শহরের ইট-পাথরের মাঝে যখন আমাদের চোখ অবারিত সবুজের আঙ্গিনা খোঁজে তখন একটুকরো সবুজ কি যে প্রশান্তি বয়ে আনে তা বর্ণনার অতীত। নগরজীবনের প্রত্যেক নাগরিক চায় একটুকরো জমিতে স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণের। কিন্তু তা না করে সেই একটুকরো জমিতে যখন কেউ বাগান রচনা করে, তা নিশ্চয় ব্যতিক্রম ভাবনারই প্রকাশ। শখের চেয়েও বেশি কিছু বললেও অত্যুক্তি হয় না। মনের মধ্যে সজীবতা থাকলেই চারিপাশকে সবুজে সজীবতায় সাজিয়ে তোলা সম্ভব- এই মতে বিশ্বাসী বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক ড. শামীম আরা। তিনি ঢাকা হতে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে এক একরের বেশি জমির উপরে একটি বাগানবাড়ি তৈরি করেছেন। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি দক্ষিণখানে এই মঞ্জরি বিউটি স্পট বাগান বাড়িটি অবস্থিত। সবুজের প্রতি প্রবল ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশই এই বাগানবাড়ি।

বর্তমানে নানান জাতের ফল, সবজি, ফুল ও ঔষধি গাছ রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, নানা জাতের ফুলগাছ, সবজিবাগানের মধ্যিখানে চারদিকে বারান্দাবেষ্টিত একটি টিনশেডের বর্ণিল বাড়ি। ঠিক যেন পল্লি কবি জসিমউদ্দিনের নিমন্ত্রণ কবিতার বাস্তব রূপায়ণ। ঔষধি গাছের প্রতি ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকায় ইতোমধ্যে চন্দন, অর্জুন, পামগাছ, নাশপাতি, করমচা, সোনাপাতি, তুলসি, আকন্দ, তেজপাতা, দারুচিনি, পুদিনা, অ্যালোভেরা, কারি পাতা, স্যুপ পাতা, গোল মরিচ, এলাচ, অপরাজিতা, থানকুনিসহ বিভিন্ন দেশি ও বনজ গাছ রয়েছে তার বাগানে। বিশাল বাগানবিলাশের গোলাপি ঝাড় অতিথিকে সাদরে যেন ডাকছে ! এছাড়া বাগানবাড়িতে গ্রামীণ আমেজ রাখার জন্যও তিনি বিভিন্ন আয়োজন রেখেছেন। যেমন মাটির চুলা, ঢেঁকি, কবুতরের ঘর, গরুর ঘর ইত্যাদি রয়েছে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে ঢাকার খুব কাছে একটি গ্রামের বাড়ি এটি। এর পাশেই রয়েছে ঝিল। যেখানে মেঠো পথের সাথে প্রকৃতির সব গন্ধই পাওয়া যায়।

প্রায় বারো বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলেই একটু একটু করে গড়ে তুলেছেন এই বাগানবাড়িটিকে। প্রতি সপ্তাহে বন্ধের দিন সপরিবারে, মাঝে মাঝে একাই তিনি সেখানে যান। ভবিষ্যতে এই বাগানবাড়িকে সমৃদ্ধ করার জন্য কিছু পরিকল্পনা রয়েছে তার। তার মধ্যে রয়েছে ঔষধি গাছের একটি বাগান, ফলের বাগান, একটি কাঁচের ঘর (জ্যোৎস্না প্লাবিত), মিনি চিড়িয়াখানা (বাচ্চা কুমিরের হাউজ) ইত্যাদি।

সবুজ ছাড়া নিঃশ্বাস ফেলা দায়- তাই শামীম আরা বাগানবাড়ির এক টুকরো তুলে এনেছেন তার বাড়ির (ঢাকার) ছাদের আঙিনাতে। বিশ্বকবির ভালোবাসার সাথে এখানেই তার সমঝোতা। ছাদের বাগান যেন ঘটে তোলা জল, যা তিনি প্রতিদিন ভালোবাসেন। আর দক্ষিণখানের বাগানবাড়ি তার কাছে দিঘির মতো যেখানে তিনি আকাশ আর সবুজের মাঝে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেন। তার ছাদের বাগানও রং বেরংয়ের ফুলে ভরা। আছে বিভিন্ন ফলজ ও ঔষধি গাছ। বেগুন, ঢেঁড়শ, পুঁই, পুদিনা, ধনিয়া, লাউ, মিষ্টিকুমড়ো, কারি পাতা ইত্যাদি সেখানে ফলান। বলতে গেলে প্রাত্যহিক খাদ্য চাহিদার সবজি পর্ব পূরণ করেন তার এই শখের বাগান থেকেই। ফরমালিনের যুগে এমন অর্গানিক সবজির যোগান অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার এবং অনুকরণযোগ্যও বটে। ■

পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক

ছাদের বাগানে শীতকালীন লাউ

শুধু সবজি নয়, ফলেরও চাষ হয়

সবুজের ফাঁকে টুকটুকে লাল করমচা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।